ইসলামের দৃষ্টিতে এইড্‌স রোগের উৎস ও প্রতিকার

এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম

ইসলামের দৃষ্টিতে এইড্‌স রোগের উৎস ও প্রতিকার

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২৩৩

১ম প্রকাশ ঃ ১৯৯৭

২য় প্রকাশ

শাবান	১৪৩০
শ্রাবণ	১৪১৬
জুলাই	২০০৯

বিনিময় ঃ ২৮.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLAMAR DRISHTITA AIDS ROGAR UTSHO-O-PROTIKAR
by A. N. M. Shirazul Islam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 28.00 Only.

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ভূমিকা	৪
এইড্‌স রোগ	৫
এইড্‌স রোগ কি শাস্তি ?	৮
এইড্‌স এর উৎস :	১০
১. ব্যভিচার	১০
(ক) জ্বেনা করা কবীরা গুনাহ	১১
(খ) ব্যভিচারের শাস্তি	১২
২. সমকামিতা	১৭
(ক) সমকামিতার অভিশাপ	১৯
(খ) সমকামিতা কবীরা গুনাহ	২০
(গ) সমকামিতার শাস্তি	২৫
(ঘ) সমকামিতার ভিন্নরূপ	২৬
৩. মাদকতা	২৭
(ক) মদ পান করা কবীরা গুনাহ্‌	৩০
(খ) মদের সাথে সংশ্লিষ্ট অভিশাপ প্রাপ্তদের বর্ণনা	৩৩
(গ) মদ সম্পর্কে আমাদের অতীত বুজুর্গদের বর্ণনা	৩৫
(ঘ) মদের প্রকার ভেদ	৩৬
৪. ইসলামে এইড্‌স ভাইরাস বহনকারীর শাস্তি	৩৯
৫. উপসংহার	৪০

www.pathagar.com

ভূমিকা

এইড্‌স রোগে আক্রান্ত হলে মৃত্যু অনিবার্য। সেই ঘাতক ব্যাধি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে দেশে দেশে। বর্তমানে বিশ্বে এইড্‌স রোগীর সংখ্যা প্রায় দু-কোটি। মাত্র ছয় বছর পর তার সংখ্যা দাঁড়াবে ৪ কোটিতে। এর পরের ১০/২০ বছরের অবস্থা কি হবে ? এটা নিয়ে চিন্তা করতেও শরীর শিউরে উঠে। তাই ১৯৯৩ সালের জুন মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে জার্মানীর বার্লিন নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। ১৭০টি দেশের ১৩ হাজার চিকিৎসাবিদ এইড্‌স রোগের চিকিৎসার লক্ষ্যে বহু চেষ্টা-সাধনা করেছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন ফলোদায় হয়নি।

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার কুৎসিত পরিণতিই এইড্‌স। সেই সভ্যতার মূল উপাদানেই রয়েছে এইড্‌সের বীজ। তারাও আজ হন্যে হয়ে এইড্‌স রোগের প্রতিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকেই এর একমাত্র প্রতিকার ও প্রতিষেধক হিসেবে বিবেচনা করছেন।

ইসলাম মানুষকে দুনিয়া ও আখেরাতে সুন্দর ও পবিত্র জীবন উপহার দেয়। আল্লাহ গোটা মানবতাকে এক পর্যায়ে এইড্‌স রোগের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য ও অলৌকিকত্ব বুঝাতে চান। একমাত্র ইসলামী নৈতিকতা ও মূল্যবোধই এইড্‌স রোগ থেকে বিশ্ববাসীকে মুক্তি দিতে পারে। এ বইতে এইড্‌স রোগের উৎসগুলো সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। আশা করা যায় বিশ্ববাসী এর মাধ্যমে এইড্‌স থেকে মুক্তির দিশা পাবে।

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ, রেডিও জেদ্দা
সৌদি আরব, ১১ নভেম্বর-১৯৯৪
৮ জমাদিউস সানী-১৪১৫ হিজরী।

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

এইড্‌স রোগ

এইড্‌স হচ্ছে, সর্বকালের সর্ববৃহৎ ঘাতক সংক্রামক রোগ। এইড্‌স-এর কোন চিকিৎসা নেই। আক্রান্ত হলে, দেড় থেকে দু-বছরের মধ্যে কিংবা ৩/৪ বছরের মধ্যে মৃত্যু সুনিশ্চিত। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ১৭০টির মত দেশে এ রোগ বিস্তার লাভ করেছে। দু-হাজার সাল পর্যন্ত প্রায় ৪/৫ কোটি লোক এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্প্রতি ইটালীর রাজধানী রোমে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে যুগের সর্বনাশা মহামারী এইড্‌স সম্পর্কে এক সরকারী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ১২টি দেশে দৈনিক ১ হাজার যুবক এইড্‌স রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। ৬২%জন রোগীর বয়স হচ্ছে, ১৪-২০ বছর। যুবকরা ব্যাপকহারে অকালমৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। তাই সেমিনারে নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দেয়া হয়েছে।[১]

১৯৯৮ সালের মধ্যে উগান্ডায় এইড্‌স রোগে ১০ লাখ লোক মারা যাবে। উগান্ডার এইড্‌স কমিশনের রিপোর্ট।[২]

কলাম্বিয়ায় এইড্‌স ভাইরাস বহনকারীণী মহিলাদের ৮০%জন স্বামীদের কাছ থেকে সংক্রমিত হয়েছে।[৩]

হন্ডুরাসে ৭শ এইড্‌স বহনকারীণী মহিলার অধিকাংশই গৃহবধু। অর্থাৎ চরিত্রহীন স্বামীরাই তাদের এইড্‌স রোগের কারণ।[৪]

পাকিস্তানে ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ১২ লাখ লোককে পরীক্ষা করে ৭৮১ ব্যক্তির মধ্যে এইড্‌স ভাইরাস পাওয়া গেছে। এর উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের স্বাস্থ্য দফতর বলেছে, পাকিস্তানের ১২ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৫০ হাজার লোকের এইড্‌স আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রতিবেশী দেশ ভারতে বর্তমানে ১৫ লাখ লোক এইড্‌স জীবাণু বহন করছে। ২ হাজার সাল নাগাদ এই সংখ্যা ৫০ লাখে পৌঁছতে পারে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৩৩জনের মধ্যে এইড্‌স ধরা পড়েছে এবং তা ক্রমান্বয়ে বাড়ার সম্ভাবনা আছে।

---

১. দৈনিক আল মদীনা, ২২ নভেম্বর, ১৯৯৪ইং জেদ্দা।
২. দৈনিক ইনকিলাব, ১৪ নভেম্বর, ১৯৯৪ ইং, ঢাকা।
৩. সাপ্তাহিক নিউজ উইকের সৌজন্যে–সাপ্তাহিক আল মুসলিমুন, ২৫ নভেম্বর ১৯৯৪, জেদ্দা।
৪. ঐ

www.pathagar.com

Acquired Immune Deficiency Syndrome-কে সংক্ষেপে A-I-D-S বলা হয়। এ রোগের জন্য দায়ী হচ্ছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এক জাতীয় ভাইরাস যা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও দেখা যায় না। ঐ ভাইরাসের নাম হচ্ছে, Human Immune Deficiency Virus বা সংক্ষেপে HIV ।

মূলত এইড্স কোন রোগের নাম নয়। বরং এটা হচ্ছে শরীরে প্রাপ্ত এক বিশেষ অবস্থা মাত্র। এ অবস্থায় শরীরের সকল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিঃশেষ হয়ে যায়। সাধারণত স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরে কোন রোগ জীবাণু প্রবেশ করলে রক্তের শ্বেত কণিকাগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে এবং এন্টিবডি সৃষ্টির মাধ্যমে রোগ জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে তখন রোগ মুক্তি ঘটে। কিন্তু এইডস আক্রান্ত রোগী সেই প্রতিরক্ষা ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। ফলে তার মৃত্যু হয়ে উঠে অনিবার্য। এ ভাইরাস একবার শরীরে প্রবেশ করলে তা ক্রমান্বয়ে বংশ বিস্তার করতে থাকে। ছড়িয়ে পড়ে কোষ থেকে কোষে। রক্তের সাথে মিশে গিয়ে রক্তের শ্বেত কণিকাগুলোকে মেরে ফেলে। রোগী হারিয়ে ফেলে আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীরের আত্মরক্ষার সকল ক্ষমতা।

উপসর্গ ঃ এইড্স ভাইরাসে আক্রান্ত হলে রোগীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সবচেয়ে মারাত্মক লক্ষণ হচ্ছে, Kapasis Sarcoma নামক কঠিন চর্ম রোগ। এছাড়াও ফুসফুসে ঘা, কয়েক মাস ব্যাপী জ্বর, অব্যাহত ডাইরিয়া, রাত্রে ভীষণ ঘাম, দুই বগলের নীচে কিংবা দুই রানের মাঝখানে ফুলে যাওয়া ইত্যাদি। এগুলোর পর যে মারাত্মক উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলো হচ্ছে, জিহ্বায় ঘা, ক্যান্সার টিউমার এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যথা ইত্যাদি। এরপর স্বল্প ও নির্দিষ্ট সময় শেষে সুনিশ্চিত মৃত্যু।

চিকিৎসা ঃ এইড্স রোগের আবিষ্কার সাম্প্রতিক। ১৯৮১ খৃ. সর্বপ্রথম এ রোগটি চিহ্নিত হয়। আবিষ্কার হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই তা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এ যাবত এর উপযুক্ত কোন চিকিৎসাও আবিষ্কার হয়নি। যা সামান্য আবিষ্কার হয়েছে তার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক বেশী। এছাড়াও ওষুধের মূল্য অনেক চড়া। ভবিষ্যতে ওষুধ আবিষ্কার হলেও তা কেবল ধনীদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে বলে মনে হচ্ছে এবং গরীবদের পক্ষে তা কেনা সম্ভব নাও হতে পারে।

কারণ ঃ এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রোগটি এত দ্রুত ব্যাপক মহামারী আকারে কিভাবে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে বিভিন্ন এলাকায় বিস্তার লাভ করেছে?

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এইড্স রোগ মানুষেরই সৃষ্টি। রোগটি যৌন মিলনের কারণে অন্যের শরীরে যায়, দুধ পান করানোর কারণে সন্তানের মধ্যে যায়, এইড্স ভাইরাসে আক্রান্ত লোকের রক্ত ভাল কোন লোকের শরীরে প্রবেশ

www.pathagar.com

করালে, কিংবা রোগীর মুখের লালা এবং চোখের অশ্রু দ্বারাও অন্যের শরীরে তা সংক্রমিত হতে পারে। এছাড়াও মাদক ইনজেকশান গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রচলিত ইনজেকশান এইড্‌স ভাইরাস দ্বারা দূষিত হলেও তা অন্যের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। তাহলে, এটা পরিষ্কার যে, এইড্‌স রোগ যৌন মিলন, সন্তানকে দুধ পান করানো, দূষিত রক্ত গ্রহণ, মাদক দ্রব্য সেবন এবং মুখের থুথু ও চোখের অশ্রু দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। অবৈধ যৌন মিলন ও যৌনাচার, যেনা-ব্যভিচার, সমকামিতা ও মাদকতা ইত্যাদি বন্ধ না করতে পারলে এই রোগের বিস্তৃতি ঘটতেই থাকবে।

প্রতিকার ঃ ইসলামই আমাদের রক্ষাকবচ। ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এইড্‌স মুক্ত থাকার গ্যারান্টি। কিন্তু সেই অনুশাসন থেকে ক্রমে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে মাদকাসক্ত, বেহায়াপনা, উলঙ্গপনা, অবাধ যৌনাচার আমাদের সমাজেও ক্রমান্বয়ে আসন গেড়ে বসছে। আমাদের একশ্রেণীর উঠতি পুঁজিপতি, উচ্ছৃংখল ধনিক শ্রেণী মজা লুটার জন্য ব্যাংকক, সিংগাপুর, বোম্বাবাই, কোলকাতা অহরহ সফর করছেন। তারা যে সেসব দেশ থেকে এইডস-এর অভিশাপ এদেশে আমদানী করছেন না, তার নিশ্চয়তা কে দেবে ? সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের নামে যেসব নতর্কী, অভিনেত্রীরা এখানে অবাধে আসছেন তারা যে এইড্‌স ভাইরাস বহন করে আনছেন না তা কে জানে ? এছাড়া অবাধ পর্ণ পুস্তিকা, নীল ছবি, যৌন সুরসুরী জাগানো অশ্লীল সিনেমা, পত্র-পত্রিকার সয়লাব সৃষ্টি হচ্ছে, যুবক-যুবতীদের অশ্লীলতার দিকে অহরহ উস্কানী দেয়া হচ্ছে এর দ্বারা ক্ষুণ্ন হচ্ছে না আমাদের যৌন পবিত্রতা ? আর এ পবিত্রতা ধ্বংস হয়ে আমাদের এখানেও আসন গেড়ে বসে যদি ওসব দেশের মত অবাধ যৌনাচার তবে তার হাত ধরে আসবে না-কি এইড্‌স ঘাতক ? আঁফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপের পরে এশিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে এ অভিশপ্ত ব্যাধি। ক্রমেই তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। আমরা কি পরিত্রাণ পাব এর হাত থেকে ? দারিদ্রের নিম্নতম সীমায় আমাদের অবস্থান ; যদি এর মধ্যে এ গজব এসে উপস্থিত হয় তবে তার পরিণতি কত ভয়বহ হবে তা আমরা চিন্তা করে দেখেছি কি ? তাই সময় থাকতে আমাদের সাবধান হওয়া প্রয়োজন। সর্বত্র ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠায় সর্বশক্তি নিয়োগ করা দরকার এখন থেকে। যদি তা না পারি তবে শেষ পর্যন্ত হয়তো সেই রুশ ছাত্রদের মতই বলতে হবে যারা স্বদেশে এইড্‌স নিরাময়ের বিরোধিতা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে বলেছিলেন, "এইড্‌সই হলো সেই মহান রোগ যা পৃথিবীকে মুক্ত করবে নেশাখোর, সমকামী আর গণিকাদের হাত থেকে।"

www.pathagar.com

এইড্‌স রোগ কি শাস্তি ?

উপরোল্লিখিত অধিকাংশ বিষয়ই হচ্ছে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা। অশ্লীল কাজ প্রকাশ্যে ও ব্যাপকহারে হতে থাকলে আল্লাহর গজব অনিবার্য। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন ঃ

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِىْ قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوْا بِهَا اِلاَّ فَشَافِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالاَوْجَاعُ الَّتِىْ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِى اَسْلاَفِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا ـ

"কোন জাতি প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করতে থাকলে তাদের মধ্যে প্লেগ সহ মহামারী আকারে এমন বেদনা দেখা দেয় যা তাদের পূর্বসূরীদের মধ্যে দেখা যায়নি।"

এইড্‌স রোগ সেই ব্যথা-বেদনা ও যন্ত্রণাবহুল মহামারী যার সাথে আগের জাতিগুলো অপরিচিত ছিল।

রাসূলুল্লাহ সা. আরও বলেছেন ঃ

وَلاَ ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِىْ قَوْمٍ اِلاَّ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ـ

"কোন জাতির মধ্যে অশ্লীল কাজ ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়লে আল্লাহ তাদের উপর মৃত্যু চাপিয়ে দেন।"

এইড্‌স রোগ মানে মৃত্যু। এইড্‌স হলে আর রক্ষা নেই।

রাসূলুল্লাহ সা. আরও বলেছেন ঃ "কোন জনপদে যখন সুদ ও ব্যভিচারের ব্যাপক প্রচলন ঘটে তখন আল্লাহ সেই জনপদকে ধ্বংস করে দেন।"

—আল জাওয়াবুল কাফী ঃ ২২০ পৃষ্ঠা।

আজ আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকায় এইড্‌স রোগের আক্রমণে ত্রাহি ত্রাহি রব শুরু হয়েছে। মূলত আল্লাহর গজবের মোকাবিলায় বান্দা অসহায়।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক নূরুল ইসলাম বলেছেন, 'ইসলামী অনুশাসনই মানুষকে এইড্‌স থেকে রক্ষা করতে পারে।' বিশ্বের খ্যাতনামা চিকিৎসা বিজ্ঞানীদেরও একই অভিমত। এইড্‌স রোগ হচ্ছে, ব্যভিচার, সমকামিতা, মাদকতা ও বেশ্যাবৃত্তিকে পৃথিবী থেকে উৎখাতের খোদায়ী অস্ত্র। কিন্তু নেক-লোকদেরকে এ আজাব থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করাও জরুরী। ইসলামী অনুশাসনের কারণে মুসলিম দেশগুলোতে এইড্‌স এর আক্রমণ কম। বিশেষ করে সৌদী আরব ও ইরান কঠোর ইসলামী

www.pathagar.com

অনুশাসন মেনে চলায় সেখানে এইড্‌স তার হিংস্র থাবা বিস্তার করতে পারছে না।

এখন আমরা এইড্‌স এর প্রধান তিনটা উৎস অর্থাৎ ব্যভিচার, সমকামিতা ও মাদকতা নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

www.pathagar.com

এইড্‌স এর উৎস

১. ব্যভিচার

১৯৯৫ সালের মধ্যে অবাধ যৌনাচারের কারণে নাইজেরিয়ায় ২ লাখ লোক এইড্‌স রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নাইজেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের আইও রাজ্যের হাসপাতাল বোর্ডের মহাপরিচালক ডঃ টি ইপতিওয়াল্যা বলেছেন, এইড্‌স রোগের ৯০% এসেছে সরাসরি যৌন মিলনের ফলে।

গোটা পাশ্চাত্য ও অমুসলিম বিশ্ব আজ পশুর মত যৌন আচরণে লিপ্ত। পশুর যৌনাচারের মধ্যে যেমন কোন ভেদাভেদ নেই, নেই কোন বিয়ে-শাদীর বালাই। পাশ্চাত্য সহ সে সকল দেশেও তাই চলছে। ফলে মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই হচ্ছে জারজ। তাদের বাপের কোন খবর নেই। মায়ের পেট থেকে সন্তান না হলে হয়তো মায়েরও কোন হদীস পাওয়া যেত না। সমাজে রয়েছে বিরাট সংখ্যক কুমারী মাতা। সেখানে পরিবার বলতে সামান্য কিছু বন্ধন আছে। মজবুত বন্ধন হচ্ছে বয় ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড এবং লিভ টুগেদার গোষ্ঠীর। মোটকথা, সেখানে জ্বেনা-ব্যভিচার, সমকামিতা, বহুগামিতা, নগ্নতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও মাদকতার প্রচণ্ড সয়লাব চলছে। সেই সয়লাব খৃস্টান ও ইহুদী ধর্মের অবশিষ্ট সামান্য মূল্যবোধটুকুকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর কোন শেষ নেই।

এইড্‌স রোগ থেকে বাঁচতে হলে অবাধ যৌনাচার বন্ধ, চক্ষু অবনত রাখা, লজ্জাস্থানের হেফাজত, মুহরেম ছাড়া মহিলাদের একাকী সফর বন্ধ, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও দেখা সাক্ষাত বন্ধ করে পর্দা প্রথা চালু করতে হবে। অমুহরেম পুরুষের সাথে নারীর নির্জন অবস্থান বন্ধ করতে হবে। বিনা প্রয়োজনে নারীরা ঘরের বাইরে যাবে না। সহশিক্ষা বন্ধ এবং একই অফিসে পাশাপাশি মহিলাদের চাকুরী-বাকুরী বন্ধ করতে হবে। ইসলামের পর্দা প্রথাই মানুষের জন্য বহু সামাজিক ও শারীরিক ব্যধির প্রতিকার। ইসলামী বিধান যে যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ এইড্‌স রোগ আমাদেরকে সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যৌন সুড়সুড়ি সৃষ্টিকারী সকল উপায়-উপকরণ বন্ধ করতে হবে। পর্ণ পুস্তিকা, নীল ছবি, অশ্লীল সিনেমা, পত্র-পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে হবে এবং চরিত্র বিধ্বংসী উপন্যাস ও গল্প-প্রবন্ধ সহ তথাকথিত হলুদ সাংস্কৃতিক চর্চা যেমন যৌন আবেদনমূলক গান-বাজনা ও নাটক বন্ধ করতে হবে। কেননা, এসব উপায়-উপকরণ অবাধ যৌনাচার ও অশ্লীলতার সহায়ক। তাই এগুলোর পক্ষে যুক্তির নামে কোন কুযুক্তি চলতে পারে

www.pathagar.com

না। সুষ্ঠু যৌন আচরণের লক্ষে বিয়ের পথে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।

'জরায়ুর স্বাধীনতা চাই' 'শরীর আমার, আদেশ কার ?' ইত্যাদি নষ্ট শ্লোগানের সস্তা বুলির মাথায় এইড্স হচ্ছে কামানের গোলা সমতুল্য। এ সমস্ত নষ্টামীই আজকে পাশ্চাত্যের জন্য কালসাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিঁদকাটা চোরের বেশে পাশ্চাত্যের সেই ধ্বংসাত্মক যৌনাচার আমদানীর কোন সুযোগ থাকতে পারে না।

এ সকল চরিত্র বিধ্বংসী উপায়-উপকরণের মোকাবিলায় চরিত্র গঠনের লক্ষে বিকল্প উপায়-উপকরণ আবিষ্কার করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জনগণকে এইড্সের মহামারী থেকে রক্ষা করতে হবে। পাশ্চাত্যের ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থা, নোংরামী, বেহায়াপনা, নগ্নতা, অশ্লীলতা, মাদকতা ও পর্দাহীনতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বাস্তবায়নের জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

ইসলাম ব্যভিচারকে হারাম করেছে। সাথে ব্যভিচারের সকল উপায়কেও নিষিদ্ধ করেছে। এখন আমরা ব্যভিচার সম্পর্কে ইসলামের পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরার প্রয়াস পাবো। আসুন, আমরা এ প্রসঙ্গে হাফেজ মোহাম্মদ বিন আহমদ বিন ওসমান আজ জাহাবীর 'আল কাবায়ের' গ্রন্থের 'যেনা বা ব্যভিচার' অধ্যায়টি আলোচনা করি।

(ক) জ্বেনা করা কবীরা গুনাহ্

কবীরা গুনাহ অনেক। কোনটা আবার কোনটা থেকে অপেক্ষাকৃত বড়। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيلًا ○

"তোমরা জ্বেনার নিকটবর্তীও হয়ো না। নিসন্দেহে ইহা অশ্লীল কাজ ও অতি খারাপ পথ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩২

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ج وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ○ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ○ق إِلَّا مَنْ تَابَ ـ(الفرقان : ٦٨ـ٧٠)

"সেইসব লোক যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদকে ডাকে না, শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি ব্যতিরেকে আল্লাহ্ কর্তৃক হারাম ঘোষিত কোন

www.pathagar.com

প্রাণকে হত্যা করে না এবং জ্বেনা করে না। যারা বর্ণিত নিষিদ্ধ কাজগুলো করে, তারা গুনাহগার, কিয়ামতের দিন তাদেরকে বহু আযাবে নিক্ষিপ্ত করা হবে এবং অনন্তকাল সেখানে ঘৃণ্য অবস্থায় অতিবাহিত করবে। তবে যারা তওবা করে তারা এ আযাব থেকে মুক্তি পাবে।”

(খ) ব্যভিচারের শাস্তি

আল্লাহ বলেন ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ص وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

“জ্বেনাকারী মহিলা ও পুরুষের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর। তাদেরকে শাস্তি দিতে গিয়ে তোমাদের মধ্যে তাদের ব্যাপারে যাতে কোন অনুকম্পা কাজ না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর ঈমান রাখ। মু’মিনদের একটা দল যাতে এ শাস্তি প্রত্যক্ষ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।”–সূরা আন নূর ঃ ২

ওলামায়ে কেরামের মতে, জ্বেনাকারী পুরুষ ও মহিলা যদি অবিবাহিত হয়, তাহলে দুনিয়ায় এটা হলো তাদের শাস্তি। আর যদি তারা বিবাহিত হয় এবং যদি জীবনে একবারও জ্বেনা করে, তাহলে পাথর নিক্ষেপ করে তাদেরকে হত্যা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সা. থেকে হাদীস দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়। যদি দুনিয়ায় তাদের থেকে কেসাস নেয়া সম্ভব না হয় এবং এমতাবস্থায় বিনা তাওবায় মারা যায়, তাহলে তাদেরকে দোযখে আগুনের বেত দিয়ে ঘা দেয়া হবে।

জবুর গ্রন্থে লিখিত আছে, জ্বেনাকারী পুরুষ ও মহিলাকে দোযখে তাদের লজ্জাস্থানের সাথে বেঁধে টানিয়ে রাখা হবে এবং এর উপর লোহা দিয়ে পেটানো হবে। যদি কেউ এর মার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য ফরিয়াদ করে, তখন দোযখের ফেরেশতা তাকে লক্ষ্য করে ডেকে বিদ্রূপ করবে ও বলবে, সেই আওয়াজ এখন কোথায় যখন তুমি হাসতে, ফূর্তি করতে, গর্ব করে চলতে, আল্লাহকে পরোয়া ও লজ্জা করে চলতে না ?

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, জ্বেনাকার জ্বেনা করা অবস্থায় মু’মিন থাকে না, চোর চুরি করা অবস্থায় মু’মিন থাকে না, মদ পানকারী মদ পান করা অবস্থায় মু’মিন থাকে না এবং ইজ্জত সম্মান লুটকারীর দিকে জনগণ যখন অসহায়ভাবে

www.pathagar.com

তাকিয়ে থাকে, তখন সে মু'মিন থাকে না। নবী সা. বলেছেন, "মানুষ যখন জ্বেনা করে তখন ঈমান তার ভেতর থেকে বেরিয়ে যায়, মেঘ খণ্ডের মত তার মাথার উপরে ভাসতে থাকে এবং যখন সে এ থেকে অবসর হয় তখন ঈমান পুনরায় তার মধ্যে ফিরে আসে।"

নবী সা. আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি জ্বেনা করে অথবা মদ পান করে, আল্লাহ্ তার থেকে ঈমান ঠিক তেমনি করে ছিনিয়ে নেন, যেমন করে মানুষ মাথার উপর দিয়ে জামা টেনে বের করে আনে।" হাদীসে এসেছে, নবী সা. বলেছেন, "তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন, না কথা বলবেন, না তাদের দিকে নজর দিবেন এবং না তাদের পবিত্র করবেন। তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক আযাব। এরা হলো (১) বৃদ্ধ জ্বেনাকারী (২) মিথ্যুক রাষ্ট্রপ্রধান ও (৩) অহংকারী।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সা.-কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহর নিকট কোন্ গুনাহটা সবচেয়ে বড় ? তিনি উত্তর দিলেন, সেই আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এটাতো নিশ্চয়ই বড় গুনাহ্ কিন্তু এরপরে কোন্টা ? তিনি উত্তরে বললেন, তোমার সাথে খানা খাওয়ার ভয়ে যদি তুমি তোমার সন্তান হত্যা করো। আমি বললাম তারপর কোন্টা ? তিনি বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে জ্বেনা করা। এটার সমর্থনে আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ○ يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ○ اِلَّا مَنْ تَابَ ـ

"যারা আল্লাহর সাথে আর কোন মাবুদকে ডাকে না, শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি ব্যতিরেকে আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ জীবনকে হত্যা করে না এবং জ্বেনা করে না। বর্ণিত নিষিদ্ধ কাজগুলো যদি কেউ করে সে গুনাহ্গার হবে, কিয়ামতের দিন তাকে দ্বিগুণ আযাবে নিক্ষেপ করা হবে এবং সেখানে অনন্তকাল অসম্মানজনক অবস্থায় কাটাবে। তবে যারা তাওবা করে তারা রেহাই পাবে।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৮-৭০

এখানে দেখুন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে জ্বেনা করাকে কুরআনে কিভাবে আল্লাহর সাথে শিরক ও কাউকে হত্যা না করার পরপরই বর্ণনা করা হয়েছে। এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

বুখারী শরীফে রাসূলুল্লাহ সা.-এর স্বপ্ন সম্পর্কিত যে হাদীসটি সামুরাহ বিন জুনদুব রেওয়ায়াত করেছেন তাতে রয়েছে, একদা জিবরাঈল ও মিকাঈল রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, আমরা চলতে থাকলাম এবং চুলার মত উপরের ভাগ সংকীর্ণ ও নীচের অংশ প্রশস্ত এক বস্তুর নিকট আসলাম ; যাতে কিছু আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। আমরা লক্ষ্য করলাম যে, এতে উলংগ নারী ও পুরুষ রয়েছে। হঠাৎ করে তাদের নীচ থেকে আগুনের থাবা উত্থিত হয়। আগুনের তীব্র তেজের ফলে এরা জোর করে চিৎকার দিয়ে উঠে। আমি জিবরাঈলকে প্রশ্ন করলাম, এরা কারা ? জিবরাঈল বলল, এরা হচ্ছে পুরুষ ও মহিলা জ্বেনাকারী। এভাবে তাদের ঐ আযাব কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে এ থেকে মাফ করুন।

আতা কুরআনে বর্ণিত 'দোযখের ৭টি দরজা আছে' এ আয়াতের তফসীর প্রসংগে বলেন, এ সমস্ত দরজাগুলো ভীষণ দুঃখ-কষ্ট ও কঠিন বিপদ-মুসীবতে ভরা এবং যারা জানা সত্ত্বেও জ্বেনা করেছে তাদের নিকৃষ্টতম পঁচা দুর্গন্ধে এগুলো দুর্গম হয়ে থাকবে। মাকহুল দামেশকী বলেন, দোযখীরা খুব পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত ঘ্রাণ পাবে এবং বলবে যে এর থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী দুর্গন্ধ আমরা আর কখনও পাইনি। তাদেরকে তখন বলা হবে, এটা হচ্ছে জ্বেনাকারদের লজ্জাস্থানের পঁচা দুর্গন্ধ। ইবনে যায়েদ নামক জনৈক প্রখ্যাত মুফাস্‌সির বলেন, নিসন্দেহে দোযখীদেরকে জ্বেনাকারীর লজ্জাস্থানের দুর্গন্ধ, কষ্ট ও যাতনা পৌছবে। আল্লাহ হযরত মূসা আ.-কে যে দশটা আয়াত দান করেছিলেন তাতে রয়েছে, "চুরি করো না, জ্বেনা করো না এবং তোমার থেকে তার (অর্থাৎ জ্বেনাকারীর) চেহারা ঢেকে রাখ।" আল্লাহ্ যদি তাঁর নবী মূসা আ.-কে অনুরূপ কথা বলেন, তাহলে অন্যদের বেলায় তা আরো কত কঠিন বিষয়, তা ভেবে দেখতে হবে।

নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবলিস তার বাহিনীকে জমীনে পাঠিয়ে বলে তোমাদের মধ্যে মুসলমানকে যে বিপথগামী করতে পারবে আমি তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেব এবং যে সর্বাধিক ফেতনা সৃষ্টি করতে পারবে আমি তার মর্যাদা একধাপ বৃদ্ধি করে দেব। এদের একজন এসে বলবে, 'আমি অমুক ব্যক্তির পেছনে লাগা ছিলাম, যে পর্যন্ত না সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে।' তখন ইবলিস বলবে, এটা এমন কোন উল্লেখযোগ্য কাজ নয়, লোকটি সহসাই অন্য স্ত্রী বিয়ে করে ফেলবে। অতপর অন্য একজন আসবে এবং বলবে 'আমি অমুক ব্যক্তির পেছনে লেগে তার ও তার ভাইয়ের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। ইবলিস উত্তরে বলবে, 'এটাও উল্লেখযোগ্য

www.pathagar.com

তেমন কিছু নয়, সে সহসাই তার ভাইয়ের সাথে আপোষ-রফা করে নেবে।' এরপর অন্য একজন আসবে এবং বলবে, 'আমি অমুককে জ্বেনা করিয়ে ছেড়েছি।' ইবলিস বলবে, তুমি কত বড় মহান কাজই না আঞ্জাম দিলে।' এ বলে তাকে নিজের নিকটবর্তী করবে এবং তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে শয়তান ও তার বাহিনী থেকে রক্ষা করুন।

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, ঈমান হচ্ছে গেলাফ সমতুল্য। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে এ গেলাফ পরান। বান্দাহ যখন জ্বেনা করে আল্লাহ্ তার থেকে ঈমানের গেলাফটি ছিনিয়ে নেন। যদি সে তাওবা করে, তাহলে তা তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, "হে মুসলমানগণ ! তোমরা জ্বেনা থেকে বিরত থাক। কেননা, এর মধ্যে ৬টা অবস্থা রয়েছে। যার ৩টি দুনিয়ায় ও ৩টা পরকালের জন্য নিহিত। দুনিয়ার ৩টা বিষয় হলো ঃ (১) চেহারার ঔজ্জ্বল্য ও লাবণ্য কমে যায়, (২) হায়াত কমে যায় ও (৩) দারিদ্র দীর্ঘস্থায়ী হয়। পরকালের ৩টা বিষয় হলো, (১) আল্লাহর অসন্তোষ লাভ (২) বিচারে পর্যুদস্ত ও পরাজিত হওয়া এবং (৩) অবশেষে দোযখের আগুনে নিপতিত হওয়া।" রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি পুনপুন মদপান করে মারা যায় আল্লাহ্ তাকে 'গুতা' প্রবাহের পানি পান করাবেন। 'গুতা' হচ্ছে দোযখের সে নদী, যা জ্বেনাকারী মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে নির্গত তরল পদার্থ দ্বারা প্রবাহিত হবে। তাদের লজ্জাস্থান থেকে বিষাক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ বের হতে থাকবে। পুনপুন মদপানকারীদেরকে বারবার উক্ত নহর থেকে পান করানো হবে।

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "শিরকের পরে আল্লাহর নিকট নিষিদ্ধ গর্ভে বীর্যপাত ঘটানো অপেক্ষা দ্বিতীয় কোন বড় গুনাহ্ নেই। নবী সা. আরো বলেছেন, জাহান্নামের একটা উপত্যকায় অগণিত সাপ রয়েছে। প্রত্যেকটার গর্দান উটের গর্দান অপেক্ষা বেশী মোটা যা বে-নামাযীকে দংশন করতে থাকবে ও সত্তর বছর পর্যন্ত এর বিষ শরীরে ক্রিয়া করতে থাকবে এবং পরে তার শরীর থেকে গোশত ঝরে পড়বে। জাহান্নামে 'জুব্বুল হোজন' নামক অন্য আরেকটা উপত্যকা আছে, যেখানে অনেক বিচ্ছু আছে। প্রত্যেকটা বিচ্ছু একটি খচ্চরের মত বড়। যার রয়েছে ৭০টি কাঁটা। প্রত্যেক কাঁটায় রয়েছে বিষের অস্তিত্ব। এ বিচ্ছুটা জ্বেনাকারীকে দংশন করবে। ফলে বিষ সমস্ত শরীরে ছেয়ে যাবে। এটা এমন বিষাক্ত যে এক হাজার বছর পর্যন্ত এ বিষের ক্রিয়া কার্যকর থাকবে। পরে শরীরের গোশত পঁচে ঝরে পড়ে যাবে এবং লজ্জাস্থান থেকে পুঁজ অনর্গল বের হতে থাকবে। বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কোন বিবাহিতা

www.pathagar.com

মহিলার সাথে জ্বেনা করে, তাদের উভয়কে কবরে গোটা উম্মতের আযাবের অর্ধেক পরিমাণ আযাব দান করা হবে আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ উক্ত স্ত্রীর স্বামীর নেক কমিয়ে দেবেন, যদি তা স্বামীর অজ্ঞাতসারে হয়ে থাকে। হাঁ, যদি স্বামীর জ্ঞাতসারে হয় ও তা দেখে সে নিশ্চুপ থাকে, তাহলে আল্লাহ তার উপর বেহেশত হারাম করে দেবেন। আল্লাহ বেহেশতের দরজায় লিখে রেখেছেন, 'দাইউসের জন্য, হে বেহেশত ! তোমাকে হারাম করা হলো।' "দাইউস হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে নিজের ঘরের অন্যায়-অশ্লীল কাজ সম্পর্কে জানে কিন্তু চুপ করে থাকে ও এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে না।

বর্ণিত আছে, নিষিদ্ধ মহিলার শরীরে, যৌন কারণে উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ স্পর্শ করলে কিয়ামতের দিন তাকে, গর্দানে হাত বাঁধা অবস্থায় উঠানো হবে। যদি সে তাকে চুমু খায় তাহলে দোযখে তার দুই ঠোঁট কেটে দেয়া হবে। কোন ব্যক্তি জ্বেনা করলে হাশরের দিন তার দুই রান-এর স্বীকৃতি ও স্বাক্ষ্য দেবে এবং বলবে, আমি হারাম কাজের জন্য মহিলার বুকের উপর আরোহণ করেছিলাম। তখন আল্লাহ তার দিকে গজবের দৃষ্টিতে দেখবেন, তাতে তার চেহারার গোশত ঝরে পড়বে এবং সে উক্ত অপরাধ অস্বীকার করতে থাকবে ও বলবে, আমি এ কাজ করিনি। তখন তার জিহ্বা এ বলে সাক্ষ্য দান করবে, উক্ত নাজায়েজ কাজে সে হেঁটে গিয়েছিল, তার লজ্জাস্থান বলবে, আমি একাজ করেছি। পাহারাদার ফেরেশতা বলবে, আমি শুনেছি। অন্য ফেরেশতা বলবে, আমি লিখেছি। আল্লাহ বলবেন, 'আমি নিজে দেখেছি এবং তা গোপন রেখেছি, তখন আল্লাহ বলবেন, "হে ফেরেশতাগণ ! তাকে পাকড়াও করো এবং আমার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে দাও। আমার উপর যার লজ্জা কম তার উপর আমার অসন্তোষ কঠিনতর হয়, কুরআনের আয়াতে এর সমর্থন নিম্ন আয়াতে উল্লেখ আছে ঃ

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

"কিয়ামত দিবসে অপরাধীদের জিহ্বা, হাত ও পা তারা যা করেছে তার সাক্ষ্য দান করবে।"–সূরা আন নূর ঃ ২৪

সর্ববৃহৎ জ্বেনা হলো—মায়ের সাথে, বোনের সাথে, সৎমার সাথে ও মুহররাম আত্মীয়ার সাথে জ্বেনা করা। এ প্রসংগে ইমাম হাকিমের হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি মুহররাম মহিলার সাথে জ্বেনা করে, তাকে হত্যা করো। হযরত বারা' রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর মামাকে রাসূলুল্লাহ সা. এমন এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দান করা ও তার মালের পঞ্চমাংশ বাজেয়াপ্ত করার জন্য পাঠিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি তার সৎমাকে বিয়ে করেছিল। আমরা

www.pathagar.com

আল্লাহর নিকট অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। নিসন্দেহে তিনি পুরস্কারদাতা ও সম্মানিত।

২. সমকামিতা

সমকামিতা এইড্‌স রোগের অন্যতম কারণ। এর মাধ্যমে এইড্‌স ভাইরাস এক সমকামী থেকে অন্য সমকামীর শরীরে প্রবেশ করে এবং তাকে মৃত্যুর ঘাট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক পবিত্র। আর এ কারণেই গড়ে উঠেছে নারী-পুরুষের বিয়ের মাধ্যমে পারিবারিক জীবন ও স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র যৌন সম্পর্ক। সমকামিতা হচ্ছে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত এ স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত ও আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সামাজিক নিয়ম-নীতির পরিপন্থী। যার ফলে হাজারও সমস্যা সৃষ্টি হয়। সমকামীরা নারী-পুরুষের বিবাহ বন্ধনের নিয়ম থেকে দূরে থাকে। ফলে সমাজে বিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। মানব বংশ বৃদ্ধির মূলে সমকামিতা এক মারাত্মক কুঠারাঘাত। যার ফলে পরিবার প্রথা গড়ে উঠতে পারে না। ফলে ব্যভিচার বেহায়াপনা বৃদ্ধি পায় এবং মানবসমাজ জাহান্নামের সমাজে পরিণত হয়।

পাশ্চাত্যে এবং অমুসলিম সমাজেই সমকামিতা বেশী বিস্তার লাভ করে। সেখানে নারীকে তার সঠিক মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করা হয়েছে। তারা নারীকে বাজারের পণ্যদ্রব্যে পরিণত করেছে। তাকে করেছে নগ্ন-উলঙ্গ। নারীর যে সকল গোপন বিষয়ের প্রতি পুরুষের সহজাত আকর্ষণ, তারা তাকে আর গোপন রাখেনি, একেবারে খুলে-মেলে সদরঘাট করে ফেলেছে। নারীর পর্দাই তার ভূষণ। কিন্তু তারা নারীর পর্দা ও নারীত্ব কেড়ে নেয়ায় হারিয়ে গেছে নারীর আকর্ষণ। নারীকে তারা পুরুষের আকার-আকৃতি ও বেশ-ভূষায় দেখতে পাচ্ছে। ফলে পুরুষবেশী নারীতে আর তাদের মন ভরে না, চিত্ত মাতে না। কিন্তু মানুষের মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন হিসেবে যৌন চাহিদা পূরণের প্রয়োজন রয়েছে। তাই তারা সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছে।

কোন পশু সমকামী হয় না। পশুর মধ্যে নারী-নারীতে কিংবা পুরুষে-পুরুষে কোন সমকামিতা বা বিয়ে-শাদী নেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সমকামিরা কেবল মানবতার সীমাই লংঘন করেনি বরং পশুত্বের সীমাও লংঘন করেছে। 'Eat drink and mery' অর্থাৎ 'খাও, পান করো এবং আনন্দ কর' এ বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে তারা পশুত্বকেও হার মানিয়েছে। সমকামীদেরকে পশুরাও ধিক্কার দেয়।

সমকামিতা হচ্ছে অপবিত্র ও নোংরা কাজ। এটা মানুষের স্বাভাবিক রুচি ও প্রকৃতি বিরোধী। পক্ষান্তরে, বিয়ে হচ্ছে পবিত্র কাজ। বিয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত যৌন সম্পর্ক অত্যন্ত পবিত্র। আল্লাহ বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

"তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র স্ত্রীসমূহ এবং তারা সেখানেই (জান্নাতে) চিরস্থায়ী হবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ط

"তারা সেখানে (জান্নাতে) চিরস্থায়ী হবে, তাদের পবিত্র স্ত্রীসমূহ থাকবে, আরও থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫

এ আয়াত দুটিতে স্ত্রীদেরকে পবিত্র বলা হয়েছে। বিয়ের মাধ্যমেই স্বামী স্ত্রী লাভ করে। ফলে দাম্পত্য সম্পর্ক পাক ও পবিত্র।

প্রায় ছয় হাজার বছর আগে এমনি সীমালংঘন করেছিল বর্তমান জর্দানের সাদুমের বাসিন্দারা। (আজ যেখানে Dead Sea বা মৃত সাগর, সেটাই ছিল লূত জাতির বাসস্থান। এর আয়তন হচ্ছে, ৯২৪ বর্গকিলোমিটার এবং এর গভীরতা হচ্ছে, চারশ' মিটার।) তারাই সমকামিতার সূচনা করে। তারা নারীকে বর্জন করে পুরুষে পুরুষে সমকামিতা করতো। নবী লূত আ. তাদেরকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছিলেন এ অন্যায় ও অপবিত্র কাজের বিরুদ্ধে। তাই তারা কোন সতর্কবাণীর তোয়াক্কা করেনি। তারা ঐ অন্যায় সমকামিতা অব্যাহত রেখেছিল। ফলে আল্লাহ তাদের উপর গজব নাযিল করেন। গজবের ফেরেশতারা রাতে লূত আ.-এর ঘরে পুরুষ মেহমানের আকারে উপস্থিত হন। সুন্দর সুশ্রী পুরুষ দেখে লূত আ.-এর জাতির সমকামীরা তাদের অনুসরণ করে এবং তাদেরকে হস্তান্তরের জন্য লূত আ.-এর উপর চাপ প্রয়োগ করে। লূত আ. তাদেরকে যতই বুঝান তাতে কোন কাজ হয়নি। লূত জাতি তাদের দাবীতে অনড়। ফেরেশতারা লূত আ.-কে আশ্বস্ত করেন যে, আপনি ঈমানদারদেরকে নিয়ে বেরিয়ে যান। সমকামীরা আমাদের নাগাল পাবে না। লূত আ.-এর নেতৃত্বে ঈমানদাররা বেরিয়ে গেলে লূত আ.-এর পাপী স্ত্রীসহ কাওমে লূতের উপর গজব নাযিল হয়। সাদুম এলাকাকে উল্টিয়ে তাদেরকে মাটি চাপা দেয়া হয়। পাপাচারী সমকামীরা গভীর গহ্বরে নিপতিত হওয়ার পর তাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয় এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। শস্য-শ্যামলা সাদুম এলাকা রূপান্তরিত হয় মৃত সাগরে। সেই গজবী পানি আজও কেউ স্পর্শ করে না এবং কারুর কাজে লাগে না। সেই পানিতে গজবের চিহ্ন এখন পর্যন্ত বিদ্যমান। সেই পানি খুব ঘন। সকল কিছু তাতে ভেসে থাকে, ডুবে না। কোন মানুষ সেই পানিতে সাঁতার

www.pathagar.com

কাটা ছাড়াই ভেসে থাকে, ডুবে যায় না। তাতে কোন মাছ বাস করে না এবং সেই পানি কৃষি কাজে কিংবা পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হয় না।

(ক) সমকামিতার অভিশাপ

এ অভিশাপ দু-ধরনের। একটা হচ্ছে শাস্তি, অন্যটা হচ্ছে গজব। ইসলামে দু-সমকামীর শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। রাসূলুল্লাহ সা. সমকামী দু-জনকেই হত্যার আদেশ দিয়েছেন। সকল সাহাবায়ে কেরাম সমকামী দু-জনের মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন। তবে তারা হত্যার প্রক্রিয়া সম্পর্কে মতভেদ পোষণ করেন। কেউ বলেছেন, উঁচু জায়গা থেকে নীচে নিক্ষেপ করতে হবে এবং পরে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। লূত জাতির প্রতি আল্লাহর গজবের সাদৃশ্য বজায় রাখার জন্য সমকামীদের প্রতি ঐ শাস্তি আরোপ করতে হবে। কেউ বলেছেন, সমকামীদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে হবে খলীফা আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর আদেশের ভিত্তিতে খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. সমকামীদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, তলোয়ার দিয়ে হত্যা করতে হবে। এতো গেল দুনিয়াতে সমকামীর প্রতি মানুষের শাস্তি।

আল্লাহর পক্ষ থেকে সমকামিতার গজব অব্যাহত থাকবে। আমরা ঐ শাস্তির কথা আগে উল্লেখ করেছি। আর তাহলো, মহামারী আকারে প্লেগ ও ব্যথা-বেদনা শুরু হবে এবং তাদের উপর মৃত্যুর শাস্তি আরোপ করা হবে।

এইড্‌স রোগ অপেক্ষা বড় মহামারী, ব্যথা-বেদনা ও মৃত্যুর শাস্তি আর কি হতে পারে ? আল্লাহ যদি সমকামীদেরকে হেদায়াত করেন তাহলে সবার কল্যাণ হবে।

পাশ্চাত্যে ও অমুসলিম সমাজে আল্লাহর সেই শাস্তি শুরু হয়েছে এইড্‌স রোগের মাধ্যমে। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তি বৃটেন সমকামীতাকে অনুমোদন করেছে এবং তাকে বৈধ ঘোষণা করেছে। এর আগে সমকামীরা মিছিল করে সমকামিতার শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি দাবী করেছিল। ফলে বৃটিশ পার্লামেন্ট একে স্বীকৃতি দেয়। তারাই বিশ্ব সভ্যতার দাবীদার।

অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোও পরোক্ষভাবে সমকামিতাকে অনুমোদন করেছে। ব্রাজিলে আনুষ্ঠানিকভাবে সমকামিতাকে অনুমোদন করা হয়নি। তা সত্ত্বেও সেখানকার গীর্জা সম্প্রতি ৫টি সমকামী যুগলের বিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছে। ব্রাজিলের স্যালভাদর শহরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অনুরূপ এক বিয়ের পর পরই দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত এক ভূমিকম্পে বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ভূমিকম্পটি ব্রাজিলের সীমা ত্যাগ করে

www.pathagar.com

কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। ব্রাজিলের লোকেরা ভূমিকম্পের সময় রাতে নীচ তলায় আশ্রয় নেয়।[১] এ পাপের কারণে আল্লাহর জমীন কেঁপে উঠেছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত পরাশক্তির দেশেও ১৯৯২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে সমকামিতার বৈধতার দাবী পূরণের আশ্বাস দিতে হয়েছিল। এছাড়াও নিউইয়র্ক পৌরসভা সীমিত আয়ের সমকামী দম্পতি যুগলের প্রতি সাহায্যের ঘোষণা দেয়ায় বহু সংখ্যক লোক পৌরসভার সাহায্য ও সমকামী দম্পতির সার্টিফিকেটের জন্য ভীড় জমায়।[২] এর মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, যুক্তরাষ্ট্রে অবাধ সমকামিতার স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও এর পক্ষে সরকারী সনদ রয়েছে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় একজন সমকামী অন্য সমকামীকে বিয়ে করলে তার ভরণ-পোষণ, উত্তরাধিকার ও তালাকের অধিকার প্রদানের দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছে। বিচিত্র নয় যে, বৃটেনের মত একদিন আমেরিকা সহ গোটা পাশ্চাত্যের সমকামিতার প্রতি আইনগত স্বীকৃতি দেয়া হবে। জানি না, আল্লাহর ভূখণ্ড জর্দানের সাদুমের মত বিধ্বংস কিংবা ব্রাজিলের মত কেঁপে উঠে কিনা।

এখন আমরা মানবতা বিধ্বংসী সমকামিতা সম্পর্কে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গী জানার জন্য হাফেজ মোহাম্মদ বিন ওসমান আজ জাহাবীর আল কাবায়ের গ্রন্থের সমকামিতা অধ্যায়টি আলোচনা করবো।

(খ) সমকামিতা কবীরা গুনাহ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন মজীদে একাধিক জায়গায় লূত জাতির কথা বর্ণনা করেছেন। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ لا مَّنْضُودٍ ۝ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ط وَمَا هِيَ مِنَ الظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ ۝

"যখন আমার হুকুম জারি হলো এবং আমরা বস্তির উপর দিককে নীচের দিকে উল্টিয়ে দিয়েছিলাম, তাদের উপর ইটের মত শক্ত মাটির প্রস্তর খণ্ড বর্ষণ করলাম যা তোমার রবের কাছে পূর্ব থেকেই চিহ্নিত ছিল,

---

১. দৈনিক ভলিয়া ডি সান পাওলো, ২৬ মে, ১৯৯৪, বরাত দৈনিক আল মদীনা ২৫ অক্টোবর, ১৯৯৪ জেদ্দা-সৌদী আরব।

২. দৈনিক ভলিয়া ডি সান পাওলো, ২৮ মার্চ, ১৯৯৩, বরাত দৈনিক আল-মদীনা, ২৫ অক্টোবর, ১৯৯৪, জেদ্দা, সৌদী আরব।

www.pathagar.com

(এবং প্রতিটা প্রস্তর খণ্ডের চিহ্ন দেখে বুঝা যাচ্ছিল যে, এগুলো দুনিয়ার লোকের প্রস্তর নয়) আল্লাহর নিকট থেকে (আল্লাহর ভাণ্ডারে নিয়োজিত অফুরন্ত এসব জিনিস তার হুকুম ছাড়া কোথাও ব্যয় করা হয় না)। আর জালেমদের জন্য এহেন আযাব দূরবর্তী কোন বিষয় নয়। [অর্থাৎ ঐ উম্মতের জালেমরা হারাম বস্তুকে (সমকামিতাকে) হালাল করার কারণে আল্লাহর আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কথা নয়।"]–সূরা আল হুদ ঃ ৮২-৮৩।

এজন্য হযরত নবী করীম সা. বলেন, আমি তোমাদের জন্য লূত জাতির অনুরূপ কুকর্মের আশংকা করছি এবং তিনি এহেন কাজে লিপ্ত লোকদের উপর তিনবার লা'নত বর্ষণ করেন। তিনি বলেন, "লূত জাতির কুকাজের অনুরূপ যারা করে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত, লূত জাতির কুকাজের অনুরূপ যারা করে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত, লূত জাতির কুকাজের অনুরূপ যারা করে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত।" হযরত নবী পাক সা. বলেন ঃ

مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهٖ –

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই লূত জাতির অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত হয়, সেই কর্মের কর্তা ও কর্মকৃত ব্যক্তি উভয়কে হত্যা করো।"

হযরত ইবনে আব্বাস রা. এহেন অপকর্মের শাস্তি সম্পর্কে বলেন, সংশ্লিষ্ট গ্রামের উঁচু ঘর বেছে নিয়ে এর উপর উঠে দেখে দেখে লূত জাতির মত তাদের উপরও পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করা উচিত।

মুসলিম মনীষীরা কোন মতভেদ ছাড়াই একথার উপর একমত হয়েছেন যে, সমকামিতা কবীরা গুনাহ যা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন ঃ

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ○ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ○

"আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে পরিত্যাগ করে তোমরা কি পুরুষেরা পুরুষদের সাথে সমকামের মাধ্যমে যৌন চাহিদা পূরণ করবে? বরং তোমরা হলে সীমালংঘনকারী। (অর্থাৎ হারামকে হালাল গণ্যকারী)।–সূরা আশ শুআরা ঃ ১৬৫-১৬৬

আল্লাহ অন্য এক আয়াতে লূত জাতির ইতিহাস বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ

www.pathagar.com

وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَـٰٓئِثَ ط اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَـٰسِقِيْنَ ۝ لا - الانبياء : ٧٤

"আমরা তাকে (লূত আ.) নিকৃষ্ট কাজের লোকদের বস্তি থেকে উদ্ধার করেছি। নিসন্দেহে তারা ছিল একটা খারাপ ও ফাসেক কাওম।"

লূত জাতির বস্তির নাম ছিল 'সাদুম'। উক্ত গ্রামের অধিবাসীরা নিকৃষ্ট ধরনের কাজ করতো, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ কুরআনে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, তারা পুরুষদের সাথে যৌন সম্পর্ক (সমকামিতা) স্থাপন করতো এবং তাদের মজলিশগুলোতেও তারা প্রকাশ্যে সমকামিতা ও অন্যান্য হারাম কাজ করতো।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, লূত জাতির লোকেরা নিম্নের দশটা বিশেষ কাজ করতো ঃ (১) মেয়েলোকের মত লম্বা চুল রাখা, (২) জামার বোতাম খুলে রাখা, (৩) বন্ধুক মারা, (৪) পাথর নিক্ষেপ করা, (৫) কবুতর নিয়ে খেলা করা, (৬) মুখে আঙ্গুল দিয়ে শিষ দেয়া, (৭) মাটিতে হাত চাপড়ানো, (৮) মাটি চেঁচিয়ে লুংগী পরা ও উলংগ হয়ে যাওয়া, (৯) নিয়মিত মদ পান করা ও (১০) পুরুষের সাথে সমকাম করা। তবে এ উম্মতের লোকেরা এর সাথে 'স্ত্রীর সাথে স্ত্রীর সমকাম' এই অপকর্মটি বৃদ্ধি করেছে।

হযরত নবী করীম সা. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, নারীতে নারীতে সমকামিতা জ্বেনার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে পাক সা. বলেছেন, চার ব্যক্তি গজবের সাথে ভোর বেলা উঠে ও আল্লাহর অসন্তুষ্টির সাথে সন্ধ্যা বেলায় পৌঁছে। প্রশ্ন করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল ! এরা কারা ? উত্তরে তিনি বলেন, তারা হচ্ছে ঃ (১) নারীর বেশধারী পুরুষ, (২) পুরুষের বেশধারী নারী, (৩) পশুর সাথে সংগমকারী ও (৪) সমকামী। বর্ণিত আছে, সমকামীদের যৌনাংগ যখন পরস্পর মিলিত হয়, আল্লাহর গজবের ভয়ে তখন আরশ প্রকম্পিত হতে থাকে এবং আসমান জমীনের উপর ভেংগে পড়ার উপক্রম হয়। তখন ফেরেশতারা এর পাশ ধরে সূরা ইখলাস পড়তে থাকে যে পর্যন্ত না আল্লাহর গজব প্রশমিত হয়।

হযরত মোহাম্মদ সা. বলেন, "আল্লাহ্ সাত ব্যক্তির উপর লা'নত বর্ষণ করেন। কিয়ামতের দিন তিনি তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তিনি তাদেরকে অন্যান্য দোযখীদের সাথে প্রবেশের নির্দেশ দিবেন। তারা হচ্ছে ঃ সমকামী কর্তা ও কর্মকৃত দুই ব্যক্তি, পশুর সাথে সংগমকারী, মা ও নিজ মেয়ের

www.pathagar.com

সাথে জেনাকারী এবং হস্তমৈথুনকারী। হাঁ, তারা যদি তাওবা করে তাহলে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পারে।"

বর্ণিত আছে, এমন কতিপয় লোককে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে জেনা করার কারণে যাদের হাত গর্ভবতী হবে। তারা দুনিয়ায় নিজেদের যৌনাংগ দিয়ে অপকর্ম করতো। বর্ণিত আছে, লূত জাতির কতগুলো বিশেষ কাজ ছিল। সেগুলো হলো ঃ পাশা খেলা, কবুতরের প্রতিযোগিতা, কুকুরের প্রতিযোগিতা, ছাগলের শিং মারার প্রতিযোগিতা, মোরগের মাথা ঠোকাঠুকির প্রতিযোগিতা, উলংগ হয়ে গোসলখানায় ঢুকা ও মাপে কম দেয়া। যারা এসব করে তাদের সর্বনাশ হউক। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি শূন্যে ঘুরপাককারী কবুতর নিয়ে খেলে, দারিদ্রের স্বাদ গ্রহণ ব্যতিরেকে সে মৃত্যু বরণ করবে না। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, সমকামী বিনা তাওবায় মারা গেলে কবরে সে শূকরে পরিণত হবে। নবী সা. বলেন, যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে সমকাম করেছে কিংবা কোন মহিলার পশ্চাদদ্বারে সংগম করেছে, তার দিকে আল্লাহ দৃষ্টি দেবেন না। আবু সায়ীদ আস্সালুকী বলেছেন, এ উম্মতের মধ্যে শীঘ্রই সমকামী নামে পরিচিত এক সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে যাদের মধ্যে তিন ধরনের লোক থাকবে ঃ একদল প্রত্যক্ষকারী, একদল আপোষকারী এবং অন্যদলটি হলো এ নিকৃষ্ট 'সমকাম' কর্মসম্পাদনকারী। নারী ও শরীরে পশম বিহীন লোকের (বিশেষ করে বালক) দিকে যৌন কামনা সহকারে তাকানো জেনা। হযরত নবী করীম সা. এ প্রসংগে বলেন, "চোখের জেনা হচ্ছে দেখা, মুখের জেনা হচ্ছে বলা, হাতের জেনা হচ্ছে স্পর্শ করা, পায়ের জেনা হাঁটা ও কানের জেনা হচ্ছে শোনা। মন কামনা করে ও ইচ্ছা করে এবং যৌনাংগ তাকে সমর্থন কিংবা অসমর্থন করে।" এজন্য বুজর্গ ব্যক্তিরা শরীরে পশমহীন লোকদের (বিশেষ করে বালক) থেকে দূরে থাকার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এমনকি তাদের প্রতি নজর না করা এবং মেলামেশা না করার জন্যও তাঁরা জোর দিয়েছেন। হাসান বিন জাকওয়ান বলেছেন, "তোমরা ধনীদের সন্তানদের সাথে বস না। কেননা, তাদের চেহারা কুমারী মেয়েদের চেহারার মত লোভনীয়। এরা নারীদের থেকেও অধিকতর ফেতনা সৃষ্টির কারণ।" জনৈক তাবেয়ী বলেছেন, "পরহেজগার যুবকের জন্য শরীরে পশম বিহীন লোকদের (বিশেষ করে বালক) সাথে মেলামেশা করাকে আমি হিংস্র পশু অপেক্ষাও অধিক ক্ষতিকর মনে করি।" কথিত আছে যে, একই ঘরে শরীরে পশম বিহীন লোকের সাথে কোন পুরুষের রাত্রি যাপন করা উচিত নয়। কোন কোন আলেম শরীরে পশমহীন লোকের সাথে কোন ঘর, দোকান কিংবা গোসলখানায় একাকী অবস্থান না করার জন্য বলেছেন। তারা

www.pathagar.com

একে নারীর সমতুল্য মনে করেন। এ প্রসংগে নবী করীম সা. বলেছেন, "কোন পুরুষ যদি কোন মহিলার সাথে একাকী অবস্থান করে তাহলে তাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে শয়তান উপস্থিত থাকে।" শরীরে পশম বিহীন এমনও আছে যারা রূপ-সৌন্দর্যের দিক থেকে নারীদেরকেও হার মানায়। তাদের দ্বারা অপেক্ষাকৃত বড় ধরনের ফেতনা সংঘটিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে অনাসৃষ্টির ব্যাপারে নারীরা যেখানে অক্ষম তারা সেখানে সক্ষম হয়। নারীদের তুলনায় তাঁরা সহজেই মন্দ ও সংশয় সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য তাদের সাথে উঠা-বসা নিষিদ্ধ করা খুবই যুক্তিসংগত ব্যাপার। তাদেরকে পরিহার করা ও তাদের প্রতি নজর না করার জন্য অতীত বুজর্গদের অসংখ্য বক্তব্য রয়েছে। তাঁরা এদেরকে 'পঁচা ও অপবিত্র বলে উল্লেখ করেছেন।' কেননা, শরীয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা আসলেই নাপাক। উপরোল্লিখিত আলোচনায় ভাল ও মন্দ সবার জন্যই এহেন লোকের প্রতি তাকানো সমান। হযরত সুফিয়ান সাওরী রা. একদিন গোসলখানায় ঢুকলেন। এমতাবস্থায় খুব সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট এক বালকও তাতে ঢুকে পড়ল। তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন, "তাকে আমার এখান থেকে বের করে দাও, বের করে দাও। আমি প্রত্যেক নারীর সাথে একটা মাত্র শয়তান দেখি আর প্রত্যেক সুন্দর বালকের সাথে দেখি দশের অধিক শয়তান।" এক ব্যক্তি একদা একটি সুন্দর ছেলেকে সাথে করে ইমাম আহমদ র.-এর নিকট আসে। ইমাম আহমদ র. প্রশ্ন করলেন, এ সন্তান তোমার কি হয় ? লোকটি বলল, সে আমার ভাগিনা। তারপর ইমাম আহমদ র. বলেন, এ ছেলেকে সাথে করে দ্বিতীয় বার তুমি আমার কাছে আসবে না এবং তাকে সাথে করে রাস্তায় চলাফেরা করবে না। যাতে করে তোমার সম্পর্কে তোমার পরিচিত ব্যক্তিরা কোন খারাপ ধারণা না করে এবং ছেলেটিকেও খারাপ মনে না করে।

বর্ণিত আছে যে, আবদুল কায়েস সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ যখন রাসূলে করীম সা.-এর নিকট আগমন করে তখন তাদের মধ্যে খুবই সুন্দর ও শরীরে পশমহীন এক লোক ছিল। নবী করীম সা. তাকে নিজের পেছনে বসিয়ে দেন এবং বলেন যে হযরত দাউদ আ.-এর ফেতনা 'নজর করা' থেকে সংঘটিত হয়েছিল। তারপর তারা নিম্নোক্ত কাব্যাংশটি পাঠ করেন ঃ

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَؤُهَا مِنَ النَّظَرِ
وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ
وَالْمَرْءُ مَادَامَ ذَاعَيْنٍ يُقَلِّبُهَا
فِىْ اَعْيُنِ الْغَيْرِ مَوْقُوْفٌ عَلَى الْخَطَرِ

www.pathagar.com

كَمْ نَظْرَةٍ فَعَلَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا
فِعْلَ السِّهَامِ بِلاَ قَوْسٍ وَّلاَ وَتَرٍ
يَسُرُّ نَاظِرُهُ مَاضَرَّ خَاطِرُهُ
لاَمَرْحَبًا بِسُرُوْرٍ عَادَ بِالضَّرَرِ -

"প্রত্যেক ঘটনার সূচনা হয় দেখা থেকে
ছোট অগ্নিস্ফুলিংগ থেকে বৃহত্তর অগ্নি সৃষ্টি হয়।
ব্যক্তি তার চোখ থাকা অবধি সে এটা ঘুরায়
অন্যের চোখের উপর, যা বিপদ ডেকে আনতে পারে
সংখ্যায় বহু 'দৃষ্টি' ব্যক্তির অন্তরে
বিনা ধনুকে তীর নিক্ষেপ করেছে।
ক্ষতিকর অন্তরের কাজ দেখে নজর পরিতৃপ্তি লাভ করে
কিন্তু ক্ষতিকর আনন্দকে স্বাগত জানানো যায় না।"

বলা হয়, 'নজর' হচ্ছে জেনার প্রবেশদ্বার। হাদীসে এসেছে, শয়তানের বিষমাখা তীর হচ্ছে 'নজর' করা। যদি কেউ আল্লাহর সন্তোষলাভের উদ্দেশ্যে এ 'নজর' করা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তার অন্তরকে ইবাদাতের সুরভি দিয়ে পূর্ণ করে দেন পরে যা সে কিয়ামতের দিন লাভ করবে।

(গ) সমকামিতার শাস্তি

হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নিম্নলিখিত বিষয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঘটনাটি হলো খালেদ রা. এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন এক লোক সম্পর্কে জানেন যে সমকাম করে। হযরত আবু বকর রা. তখন এ বিষয়ে অন্যান্যদের নিকট পরামর্শ আহ্বান করেন। হযরত আলী রা. বলেন, এটা এমন এক অপরাধ যা একমাত্র লূত জাতিই করেছিল। এদের উপর নাযিলকৃত গজব সম্পর্কে আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আমার মতে এ শাস্তি হলো তাকে আগুনে জ্বালিয়ে মারা। অতপর আবু বকর রা. হযরত খালেদকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন যে, তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হউক। হযরত খালেদ রা. তাই করেছিলেন।

হযরত আলী রা. বলেন, যে প্রবৃত্তির কামনায় সমকাম করে বসে আল্লাহ তার মধ্যে মহিলার প্রতি যৌন কামনা সৃষ্টি করে দেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত কবরে তাকে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত করে রাখেন।

www.pathagar.com

এ উম্মতের সবাই একমত যে, কোন মনিব যদি তার পুরুষ দাসের সাথে যৌন সংগম করে, তাহলে সে সমকামী ও অপরাধী। বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা আ. একদা এক ব্যক্তি আগুনে দগ্ধীভূত হচ্ছে এমন এক জায়গায় ভ্রমণ করতে গিয়েছেন। তিনি পানি দিয়ে আগুন নিভালেন এবং দেখলেন যে, আগুন একটি বালকে এবং উক্ত ব্যক্তিটি আগুনে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। ঈসা আ. এতে আশ্চার্যান্বিত হয়ে যান এবং তিনি প্রার্থনা করেন, হে আল্লাহ্ ! এ দুই ব্যক্তিকে তাদের দুনিয়ার আসল অবস্থায় ফিরিয়ে দাও। আমি তাদের আসল অবস্থা জানব। আল্লাহ্ দু-জনকে জীবিত করে দিলেন, তখন দেখা গেল যে, একজন হচ্ছে পুরুষ ও একজন হচ্ছে বালক। তিনি উভয়কে তাদের শাস্তির কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। পুরুষ ব্যক্তিটি বললো, হে রুহুল্লা ! আমি দুনিয়ায় এ ছেলের প্রতি আসক্ত ছিলাম এবং তার সাথে কুকর্ম করেছিলাম। আমি এবং ছেলেটি মারা যাওয়ার পর অবস্থা এ দাঁড়ায় যে, একবার সে আগুন হয়ে আমাকে দগ্ধ করে, একবার আমি আগুন হয়ে তাকে দগ্ধ করি। কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের এ আযাব চলতে থাকবে। আসুন, আমরা সবাই আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাই, আর তাঁর নিকট ক্ষমা ও তাঁর পসন্দসই কাজের তাওফিক কামনা করি।

(ঘ) সমকামিতার ভিন্নরূপ

নারীর পশ্চাদ্বারে সংগম করা সমকামিতার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ এটাকে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছেন। কুরআনে আছে ঃ

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ص فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ز

"নারীরা হচ্ছে তোমাদের শস্য ক্ষেত। যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তোমরা চাষ কর।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২২৩

অর্থাৎ সামনের দিক কিংবা পেছন দিক যেদিক থেকে ইচ্ছা স্ত্রী সংগম কর, তবে সর্বাবস্থায় তা একই জায়গা হতে হবে। অর্থাৎ সংগমস্থান হতে হবে।

এ আয়াতের শানেনুযুল হচ্ছে এই যে, নবী করীম সা.-এর সময় ইহুদীরা বলতো, কেউ যদি নারীর পশ্চাদ্বার থেকে সামনের যৌনাংগে সংগম করে তাহলে এর দ্বারা টেড়া চক্ষুবিশিষ্ট সন্তান জন্মলাভ করবে। সাহাবারা এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ সা.-কে প্রশ্ন করলে এ আয়াত নাযিল হয়। তাদের মিথ্যা দাবীকে খণ্ডন করা হয় এবং বলা হয়, যে কোন দিক থেকেই সংগম করা যায়। পেছন দিক থেকে সংগম করলে সন্তান টেড়া হওয়ার কোন কারণ নেই।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে "নারীদের পশ্চাদ্বারে সংগম করা থেকে এবং ঋতুস্রাব অবস্থায় যৌন মিলন থেকে দূরে থাক।" সামনে কিংবা পেছন

www.pathagar.com

থেকে একই জায়গায় সংগম করার যে কথা বলা হয়েছে, সে একই জায়গা বলতে বুঝায় মহিলাদের فَرْج বা স্ত্রী যোনী। কেননা, এটাই হলো সন্তান উৎপাদনের স্থল। পক্ষান্তরে, মহিলাদের পশ্চাদ্দার হলো নাপাক ও মল নির্গমন স্থল। আবু হোরায়রা রা. রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি নারীর পেছন রাস্তায় সংগম করে কিংবা ঋতুস্রাব অবস্থায় যৌন মিলনে অগ্রসর হয় তার উপর লা'নত।

ইমাম তিরমিযী আবু হোরায়রা রা. থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী সা. বলেন, যে ব্যক্তি স্ত্রীর পেছন রাস্তায় যৌন সংগম করে এবং গণকের নিকট ভাগ্য গণনার জন্য যায়, সে মুহাম্মাদ সা.-এর উপর নাযিলকৃত বিষয়ের সাথে কুফরী করে। যে ব্যক্তি হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সংগম করে কিংবা নারীর পশ্চাদ্দারে সহবাস করে সে অভিশপ্ত। যে ব্যক্তি জ্যোতিষির নিকট এবং চোরাইকৃত মালের জ্ঞানের দাবীদার কিংবা গায়েব জানে বলে দাবী করে এমন লোকের কাছে যায় এবং কোন কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর এর উত্তর পায়, সে ব্যক্তিও উপরোল্লিখিত লা'নতের অন্তর্ভুক্ত।

অনেক মূর্খ লোক এহেন গুনাহের মধ্যে জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে লিপ্ত আছে। এজন্য আবু দারদা বলেছেন, শিক্ষিত হও, ছাত্র হও, শ্রোতা হও, জ্ঞানের প্রতি অনুরাগী হও, তবে পঞ্চম কিছু হয়ো না, তাহলে ধ্বংস হবে। পঞ্চম কিছু বলতে বুঝায় যে জানে না, শিখে না, শোনে না ও জ্ঞানীদের জ্ঞানচর্চাকে ভালবাসে না। বান্দার উচিত হলো, আল্লাহর নিকট নিজের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাওবা করা ও অতীতের অজ্ঞ জীবন সম্পর্কে ক্ষমা চাওয়া এবং নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য প্রার্থনা করা। হে আল্লাহ ! আমরা তোমার নিকট দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষমা ও মার্জনা প্রার্থনা করি। নিসন্দেহে তুমি মহান দয়ালু ও মেহেরবান।

৩. মাদকতা

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, এইড্‌স রোগের ৩য় প্রধান উৎস হলো, মাদক দ্রব্য সেবন করা। প্রচলিত মাদক ইনজেকশান এইড্‌স ভাইরাস দ্বারা দূষিত হয়ে অন্যের শরীরে এইড্‌স রোগ বিস্তারে সাহায্য করে। নেশার ঘোরে মাতালরা একই সিরিঞ্জ দিয়ে প্রত্যেকেই ইনজেকশান গ্রহণ করে। ফলে একজনের শরীরের এইড্‌স ভাইরাস অন্যের শরীরে সংক্রমিত হয়। মাদকতা বা নেশাই বহু অন্যায়ের কারণ। মাদকতা বা নেশার ঘোরে মানুষ বিবেক ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তখন নানা রকম নৈতিকতাবিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়ে। মাতালরাই অধিকাংশ সময় ব্যভিচার ও সমকামিতায়

www.pathagar.com

মগ্ন হয়। ফলে তাদের মাধ্যমে এইড্‌স রোগ অন্যের শরীরে সংক্রমিত হয়। তাই মাদকতা থেকে জাতিকে রক্ষা করা জরুরী। মাদকাশক্তির ক্ষতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

এক ॥ স্বাস্থ্যগত ক্ষতি ঃ মাদকতার শারীরিক ও সামাজিক ক্ষতির শেষ নেই। লন্ডন থেকে প্রকাশিত ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকা এক চিকিৎসা গবেষণার ফলাফল উল্লেখ করে জানিয়েছে, গর্ভবতী মহিলাদের মদ পানের কারণে ভ্রূণ হত্যা সহ সন্তানের মস্তিষ্কের রোগ দেখা দিতে পারে, পারিবারিক ভাঙ্গনের কারণে ইউরোপীয় মহিলাদের মধ্যে মদ পান করার প্রবণতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে।[১]

ডঃ টনি পোষ্টাল 'প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্রূণের বিকাশ' শীর্ষক গবেষণায় বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে হত্যার অভিযোগে দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের এক-তৃতীয়াংশ মদ পান করে এবং মদ পান মায়ের পেটে ভ্রূণের জীবন ও মস্তিষ্কের জন্য অত্যন্ত বিপদজ্জনক।[২]

গবেষকরা আরও বলেছেন, মাদকদ্রব্যসেবী মায়ের পেট থেকে সন্তান জন্মলাভ করলে সেই সন্তান অপরাধী হবে এবং মাদকতা তার বিবেক ও মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। মোটকথা, এইড্‌স সহ এ জাতীয় মহামারী এবং অন্যান্য শারীরিক ও সামাজিক অপরাধ থেকে মুক্তির স্বার্থে মাদকতা বন্ধ করতে হবে এবং এর ব্যবসা ও প্রচার-প্রসারকে বেআইনী করতে হবে। সে জন্য বিভিন্ন হোটেল, ক্লাব ও বারে মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করে মানবতাকে রক্ষার চেষ্টা করতে হবে।

হার্ভাডের ডঃ কার্লোস একামারগো জুনিয়র এর বরাত দিয়ে এপি জানিয়েছে, যারা দৈনিক একাধিকবার মদ পান করে তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। তারা গ্যাষ্ট্রিক, মূত্ররোগ ও মস্তিষ্কের ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে। অত্যধিক মদ পানের কারণে মানুষের শরীরে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে এবং তাতে মৃত্যু ঘটতে পারে।[৩]

মদ পানের ফলে হজম শক্তি আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। খাবারে অরুচি ও অনীহা সৃষ্টি হয়। শরীরে ক্রমাগত অপুষ্টি বাসা বাঁধতে থাকে, লিভার ও কিডনী নষ্ট হয়ে যায়, পেট বড় হয়ে যায় এবং শরীর শুকিয়ে ওজন কমে যায়। স্নায়ু দুর্বল হয়ে আসে, চেহারার দীপ্তি উধাও হয়ে যায়, চোখের নীচে কালি পড়ে ও চোখ গর্তে ঢুকে, গণ্ডদেশ উঁচু হয়ে উঠে ও চোয়াল ডুবে যায়। শিরা ও

১. সাপ্তাহিক আদ্‌দাওয়াহ, ১০ অক্টোবর, ১৯৯৩, রিয়াদ, সৌদী আরব।
২. ঐ
৩. দৈনিক ইনকিলাব, ১৮ নবেম্বর, ১৯৯৪ সাল, ঢাকা।

www.pathagar.com

ধমনীগুলো শক্ত হয়ে পড়ে। অকালে বার্ধক্য আসে এবং সামগ্রিকভাবে শারীরিক সক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। একজন জার্মান ডাক্তার বলেছেন ঃ 'যারা মদ পানে অভ্যস্ত তারা ৪০ বছর বয়সে ৬০ বছরের বৃদ্ধ মানুষের মত অকর্মণ্য হয়ে পড়ে এবং তাদের শরীরের গঠন এত হালকা হয়ে যায় যে, ৬০ বছরের বৃদ্ধ লোকেরও তা হয় না। এছাড়াও মদ পানে গলদেশ ও শ্বাসনালীর প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। স্বর মোটা হয়ে যায়। স্থায়ী কফ, কাশি ও যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি হয়। ইউরোপের এক জরীপে এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মদ পানের প্রতিক্রিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানের উপরও পড়ে। সন্তান দুর্বল ও হাবা হয় এবং অনেকে বংশহীন হয়ে পড়ে।

দুই ॥ মানসিক ক্ষতি ঃ মাদকাশক্তি মানুষের বিবেক-বুদ্ধির উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মানুষ যতক্ষণ নেশাগ্রস্ত থাকে ততক্ষণ তার বিবেক-বুদ্ধি কোন কাজই করতে পারে না। সে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। অনেক সময় মাদকদ্রব্যসেবীরা পাগল হয়ে যায়। মাদকাশক্তির কারণে ঝগড়া-বিবাদ, পারস্পরিক শত্রুতা ও বিরোধ সৃষ্টি হয়। মাতালরা নিজের স্ত্রীকেও অনর্থক তালাক দিতে পারে।

তিন ॥ আর্থিক ক্ষতি ঃ মাতালদের হাতে গাড়ী দুর্ঘটনা বেশী ঘটে। পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, মাতাল চালকদের হাতেই বেশী গাড়ী দুর্ঘটনা ঘটেছে। মদ সকল অপকর্ম ও অশ্লীলতার মূল। তারা মাদকদ্রব্য সংগ্রহের জন্য নিজের সকল সম্পদ উজাড় করে দেয়। চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে অন্যায় ও অবৈধভাবে অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করে শেষ পর্যন্ত নিজে ভিক্ষুকে পরিণত হয় কিংবা সন্ত্রাসী হতে বাধ্য হয়।

চার ॥ ধর্মীয় ক্ষতি ঃ মাদকাশক্তি মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং তাকে বিভিন্ন প্রকার পাপাচারে লিপ্ত করে। ফলে ইহ ও পরকালে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়।

মাদকদ্রব্য কি কি তা আমাদের জানা দরকার। সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে, মদ, আফিম, হিরোইন, হাশীশ, ভাং, চরস ইত্যাদি। গাঁজাও নেশা জাতীয় দ্রব্য। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল নেশাদার বস্তুই হারাম।

মাদকতার বিরুদ্ধে ইসলামের শাস্তি কার্যকর করা এবং কঠোর হস্তে তা দমন করা জরুরী। নচেত সমাজে অকল্যাণের সয়লাব বয়ে যাবে।

আমরা এ প্রসঙ্গে ইসলামের বিস্তারিত বিধান জানার লক্ষ্যে হাফেজ মোহাম্মদ বিন আহমদ বিন ওসমান আজ জাহাবীর রচিত 'আল কাবায়ের' গ্রন্থের মাদকতা অধ্যায়টি আলোচনা করবো।

www.pathagar.com

(ক) মদ পান করা কবীরা গুনাহ্

মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা বলেছেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ۝

"হে মু'মিনগণ ! মদ পান, জুয়া, উৎসর্গ প্রস্তর বেদী ও তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা হচ্ছে শয়তানের অপবিত্র কাজের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাক, যাতে করে তোমরা সফলকাম হতে পারো। এতদ্ব্যতীত শয়তান মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শক্রতা ও বৈরিতা সৃষ্টি করতে চায় এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়। এরপরও কি তোমরা এ থেকে বিরত থাকবে না ?"–মায়েদা ঃ ৯০-৯১

এ আয়াতে আল্লাহ্ মদকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং এ থেকে সতর্ক থাকার জন্য হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। হযরত রাসূলে করীম সা. বলেছেন, তোমরা মদ পান থেকে বিরত থাক। মদ পান সমস্ত নিকৃষ্ট কাজের উৎস। যে মদ পান থেকে বিরত থাকে না, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং সে কারণে শাস্তির যোগ্য হয়। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ص وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলকে অমান্য করে এবং তাঁর নির্দেশিত সীমালংঘন করে, তাকে আল্লাহ্ দোযখের অনন্ত আযাবে প্রবেশ করাবেন এবং তার জন্য রয়েছে খুব হীন ও নিকৃষ্ট আযাব।"–আন নিসা ঃ ১৪

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন মদ হারাম করা হয়, তখন সাহাবাগণ একে অপরের নিকট গমন করেন এবং বলেন, মদ হারাম করা হয়েছে ও তাকে শিরক-এর সমতুল্য করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমরের মতে, মদ পান সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ্। নিসন্দেহে এটা সব নিকৃষ্ট কাজের উৎস। তিনি মদ পানকারীকে একাধিক হাদীসে অভিশাপ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

হযরত ইবনে ওমর রা. বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন, "সব নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হলো মদ, আর সব মদই হারাম।"–মুসলিম শরীফ

মুসলিম শরীফে হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি নেশাকারী বস্তু পান করে তাকে আল্লাহ 'তীনাতুল খিবাল' পান করাবেন বলে ওয়াদা করেছেন। রাসূলুল্লাহকে সা. 'তীনাতুল খিবাল' কি এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দেন, তাহলো দোযখীদের ঘাম বা রস।

ইমাম আহমদ 'মুসনাদ' নামক হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন "মদের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি হচ্ছে মূর্তিপূজারীর মত।" মদের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি তাওবা না করে মারা গেলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। ইমাম নাসায়ী ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন "মাতা-পিতার অবাধ্য ও মদের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি বেহেশতে যেতে পারবে না।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তিন ব্যক্তির উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন ; এরা হল মদের প্রতি আসক্ত, মা-বাপের অবাধ্য সন্তান ও দাইয়ুস যে ঘরে খারাপ কাজ প্রচলনে সন্তুষ্ট থাকে।

বর্ণিত আছে, মদপানকারীর কোন নেক কাজ কবুল হয় না। জাবের বিন আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেন, "তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না এবং তাদের নেক কাজ আসমান পর্যন্ত পৌঁছায় না। তারা হল (১) ভাগুড়ে দাস, যে পর্যন্ত না সে তার মনিবের কাছে ফিরে আসে ও আত্মসমর্পণ করে। (২) যে স্ত্রীর উপর তার স্বামী অসন্তুষ্ট এবং যে পর্যন্ত না স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট হয়। (৩) মদ পানকারী যে পর্যন্ত না সে সংশোধন হয়।"

আরবীতে 'খামর' (মদ) শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন জিনিস যা জ্ঞান ও চেতনা শক্তিকে বিলোপ করে দেয়। 'খামর' শুকনা অথবা ভিজা খাদ্য কিংবা পানীয় যাই হোক না কেন সবকিছুর উপর এ অর্থ প্রযোজ্য।

আবু সায়ীদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন ঃ "মদখোরের গায়ে যে পর্যন্ত মদের অংশ বিদ্যমান থাকে সে পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, "যে ব্যক্তি মদ পান করে এবং তাওবা না করে আল্লাহ তার চল্লিশ দিনের ভোরের নামায কবুল করেন না। যদি সে তাওবা করে পুনরায় এর পুনরাবৃত্তি করে তাহলে তাকে জাহান্নামের পঁচা-দুর্গন্ধযুক্ত পানি পান করানো আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়।"

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "যে ব্যক্তি শরাব পান করে কিন্তু নেশাগ্রস্ত হয় না, আল্লাহ তার থেকে ৪০ রাত বিরত থাকেন। অপর দিকে যে ব্যক্তি শরাব পান করে ও নেশাগ্রস্ত হয় আল্লাহ ৪০ রাত পর্যন্ত কিছুতেই তার কোন ইবাদাত কবুল করবেন না। ইতিমধ্যে যদি সে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সেটা হবে একজন মূর্তিপূজারীর মৃত্যুর সমতুল্য। তাকে তখন 'তীনাতুল খিবাল' পান করানো আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে পড়ে। প্রশ্ন করা হলো, হে রাসূল ! 'তীনাতুল খিবাল' কি ? তিনি উত্তরে বলেন, তাহলো দোযখীদের গায়ের ঘাম পুঁজ ও রক্ত।"

আবদুল্লাহ বিন আবি আওফা রা. থেকে বর্ণিত আছে, মদের প্রতি আসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু লাত-ওজ্‌জা নামক প্রসিদ্ধ দুই আরবী মূর্তির পূজারীর সমতুল্য। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, মদে আসক্ত বলতে কি সে ব্যক্তিকে বুঝায় যে মদ পান করা থেকে বিরত হয় না এবং নিয়মিত পান করে ? উত্তরে তিনি বলেন, না। বরং মদের প্রতি আসক্ত বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায়, যখনই পায় তখনই পান করে যদিও সেটা কয়েক বছর পর হোক না কেন।

বর্ণিত আছে, মদ পান করা কালীন অবস্থায় মদখোর ব্যক্তি মু'মিন থাকে না। ইমাম বুখারী হযরত আবু হোরায়রা রা. থেকে এবং তিনি নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন, "চোর যখন চুরি করে, সে সময়ে সে মু'মিন থাকে না। জ্বেনাকারী যখন জ্বেনা করে তখন সে মু'মিন থাকে না। শরাব পানকারী শরাব পান করা অবস্থায় মু'মিন থাকে না। অবশ্য এরপর তাওবার দরজা খোলা থাকে।"–বুখারী

অন্য এক হাদীসে আছে, "কোন জ্বেনাকারী যখন জ্বেনা করে অথবা মদ পানকারী মদ পান করে, আল্লাহ তার থেকে ঈমান এমনভাবে খুলে নেন যেমন একজন মানুষ আপন পরিধেয় জামাটি নিজ মাথার উপর দিয়ে খোলে।" একই হাদীসে আছে, "সন্ধ্যা বেলার মদ পানকারী সকাল বেলায় একজন মুশরিক হয়ে যায় এবং সকাল বেলার একজন মদ পানকারী সন্ধ্যা বেলায় একজন মুশরিকে পরিণত হয়।"একই রেওয়ায়াতে নবী করীম সা. বলেছেন, "পাঁচ শত বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকে বেহেশতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মা-বাপের অবাধ্য সন্তান, দানকৃত বস্তুর উপর খোঁটাদানকারী, মদে আসক্ত ব্যক্তি ও মূর্তিপূজারী লোকেরা এর ঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না।

ইমাম আহমদ আবু মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী করীম সা. বলেছেন, মদে আসক্ত ব্যক্তি, যাদুতে বিশ্বাসী ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী লোকেরা বেহেশতে যাবে না। মদ পানকারী ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর আল্লাহ তাকে 'গুতা' প্রবাহ থেকে পানি পান করাবেন।

www.pathagar.com

'গুতা' হচ্ছে জেনাকারী স্ত্রীলোকদের লজ্জাস্থান থেকে নির্গত সেই দুর্গন্ধযুক্ত পানীয়, যার দুর্গন্ধ স্বয়ং দোযখীদেরকে পর্যন্ত পীড়া দেবে এবং তাদের লজ্জাস্থান থেকে দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস বের হতে থাকবে।

আল্লাহর রাসূল সা. বলেন, "আল্লাহ্ আমাকে রহমত স্বরূপ বিশ্বজগতের পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে করে আমি বাদ্যযন্ত্র উচ্ছেদ করি ও জাহেলিয়াতের পদ্ধতির মূলোৎপাটন করি। আল্লাহ্ তার সম্মানের কসম করে বলেছেন, আমার বান্দাহদের মধ্যে যদি কেউ সামান্য মদও পান করে, তাহলে তাকে জাহান্নাম থেকে সমপরিমাণ মদ পান করানো হবে। পক্ষান্তরে, আমার বান্দাদের কেউ যদি আমার ভয়ে মদ পান করা ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে তার উত্তম সাথী-সংগীদের সমভিব্যাহারে বেহেশতের পবিত্র শরাব পান করানো হবে।"

(খ) মদের সাথে সংশ্লিষ্ট অভিশাপ প্রাপ্তদের বর্ণনা

ইমাম আবু দাউদ র. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, মদ, মদ পানকারী, মদ পান করানোকারী, মদের ক্রেতা-বিক্রেতা, মদ প্রস্তুতকারী, মদের চাহিদা পেশকারী, মদের বোঝা বহনকারী ও যার নিকট বহন করে নেয়া হয়েছে সে ব্যক্তি এবং মদ বিক্রির পয়সা ভোগকারী লোকদের সবাইর উপর আল্লাহর অভিশাপ। ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "আমার নিকট জিবরাইল এসে বলেছে, হে মোহাম্মাদ ! আল্লাহ্ স্বয়ং মদ, মদের প্রস্তুতকারী, মদের চাহিদা পেশকারী, মদের ক্রেতা-বিক্রেতা, মদের পয়সা ভোগকারী, মদের বোঝা বহনকারী, যার নিকট বহন করা হলো সে ব্যক্তি, মদ পানকরানোকারী ও পান করানোর হুকুম দানকারী সবার উপর লা'নত বর্ষণ করেছেন।"

মদ পানকারীদের রোগের সেবা না করার নির্দেশ রয়েছে। তেমনি তাদেরকে সালাম না দেয়ার কথাও রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস বলেন, "তোমরা মদ পানকারীদের রোগে সেবাদান করো না।" ইমাম বুখারী থেকে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, "তোমরা মদ পানকারীদেরকে সালাম দিবে না।" নবী করীম সা. বলেন, তোমরা মদ পানকারীদের বৈঠকে বস না, মদ পানকারী রোগীদের সেবা কর না, তাদের জানাযায় হাজির হয়ো না। মদ পানকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কালো চেহারা ও কাঠের উপর জিহ্বা রাখা অবস্থায় উঠবে এবং যখন তাদের জিহ্বা থেকে থুথু নির্গত হতে থাকবে, যে দেখবে সেই ঘৃণা প্রকাশ করবে ও বুঝতে পারবে যে, এ ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পানকারী ছিল।"

www.pathagar.com

কতিপয় আলেম বলেছেন, মদ পানকারীদেরকে সালাম না দেয়া ও রোগের সেবা না করার জন্য নির্দেশ দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, মদ পানকারী ব্যক্তি একজন অভিশপ্ত ফাসেক ও গুনাহ্গার। যেমন পূর্বের হাদীসে তাদের উপর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের লা'নত বর্ষণ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় কেউ যদি মদ ক্রয় করে ও তা তৈরী করে, সে দুবার অভিশপ্ত হবে। অতপর যদি সে অন্যকে পান করায় তাহলে তিন বার অভিশপ্ত হবে। এজন্য তাদের সেবা ও তাদেরকে সালাম দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাঁ, তাওবা করার পর এগুলো করা যাবে। কেননা, কেউ তাওবা করলে আল্লাহ্ তা কবুল করেন।

মদ দ্বারা চিকিৎসা ও নিরাময় করা নিষিদ্ধ। হযরত উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমার কন্যার অসুখ হলে আমি পানপাত্রে খেজুর ভিজালাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সা. ঘরে ঢুকলেন এবং এতে ফেনা উঠানামা করতে দেখতে পেলেন। (মদ এভাবেই তৈরী হয়) তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মে সালমা, এটা কি ? উত্তরে উম্মে সালমা রা. বলেন, "এটা দ্বারা আমি আমার মেয়ের অসুখের চিকিৎসা করবো। তখন নবী করীম সা. বলেন, "আল্লাহ্ আমার উম্মতের চিকিৎসা ও নিরাময় হারাম বস্তুর মধ্যে নিহিত রাখেননি।"

আবু নাইম তার "আল হেলইয়া" গ্রন্থে মদের প্রসঙ্গে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু মূসা রা. হতে বর্ণনা করেন। আবু মূসা রা. বলেন, নবী সা.-এর সামনে এক পানপাত্রে নবীজ (ভিজা খেজুর) উপস্থিত করা হলো যার মধ্যে এক ধরনের আওয়াজ শুনা যাচ্ছিলো। তিনি বলেন, এটা দেওয়ালে নিক্ষেপ করো। যারা আল্লাহ্ ও কিয়ামতের দিনে বিশ্বাস করে না এটা হচ্ছে তাদের পানীয়।

রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেন, যার অন্তরে আল্লাহ্র কুরআনের একটা মাত্র আয়াতও বিদ্যমান আছে যদি সে মদ পান করে, তাহলে কিয়ামতের দিন উক্ত আয়াতের প্রত্যেকটা অক্ষর এসে তার টুটি চেপে ধরবে, তাকে আল্লাহ্র সামনে নিয়ে হাজির করবে এবং তার বিরুদ্ধে অভিপাশ দেবে। আর যার বিরুদ্ধে স্বয়ং কুরআন বিচার প্রার্থনা করবে, সে নিশ্চয়ই অভিযুক্ত হবে। ঐ ব্যক্তির জন্য দুর্ভাগ্য, যার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন কুরআন বিচার প্রার্থনা করবে। নবী করীম সা. বলেছেন, "কোন সম্প্রদায় দুনিয়ায় যদি নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু পানের জন্য একত্রিত হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তাদেরকে দোযখে একত্রিত করবেন। তখন তারা পরস্পর পরস্পরকে এই বলে অভিযুক্ত করতে থাকবে, হে অমুক ! তোমাকে আল্লাহ্ আমার থেকে উত্তম প্রতিদান না দিক। কেননা, তুমি সেই ব্যক্তি যে আমাকে এ জায়গায় এনে ছেড়েছ। অন্যজন তাকে অনুরূপভাবে একই কথা

www.pathagar.com

বলবে। হযরত নবী করীম সা. থেকে আরও বর্ণিত আছে, "তিনি বলেছেন, যে দুনিয়ায় মদ পান করে আল্লাহ তাকে আসাবিদা বিষ থেকে তৈরী এমন শরাব পান করাবেন, পানপাত্র থেকে পান করার পূর্বেই তার চেহারার গোশত ঝরে পড়বে। আর পান করার পর তার গোশত ও চামড়া একাধারে ঝরতে থাকবে যার দুর্গন্ধ দোযখীদেরও কষ্টের কারণ হবে।" সাবধান ! মদ পানকারী, মদ প্রস্তুতকারী, মদ প্রস্তুত করার জন্য চাহিদা সৃষ্টিকারী, মদের বোঝা বহনকারী, যার নিকট বোঝা বহন করা হয়েছে সে ব্যক্তি ও এর মূল্য ভোগকারী সবাই এ গুনাহের শরীক। আল্লাহ তাদের নামায, রোযা, হজ্জ ও তাওবা পর্যন্ত কবুল করবেন না। যদি তারা তাওবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তারা যে পরিমাণ মদ দুনিয়ায় পান করেছে, ঠিক সেই পরিমাণ জাহান্নামীদের পুঁজ তাদেরকে পান করানো হবে। সাবধান ! প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই মদ, আর প্রত্যেক মদই হারাম। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন "সমস্ত নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই মদ"–এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হবে।

বর্ণিত আছে, মদ পানকারী যখন পুলসীরাতের উপর আসবে, তখন দোযখের দারোয়ান তাকে খপ করে ধরে 'খিবাল প্রবাহে' নিক্ষেপ করবে। দুনিয়ায় সে যে পরিমাণ মদ পান করেছে, সেই পরিমাণ মদ উক্ত নহর থেকেও পান করবে। যদি এমন হয় যে, উক্ত শরাব আকাশ স্পর্শ করে, তাহলে এর গরমে আসমান জ্বলে যাবে। আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা করুন।

(গ) মদ সম্পর্কে আমাদের অতীত বুজুর্গদের বর্ণনা

হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, মদ পানকারী মারা গেলে তাকে দাফন কর ও তাকে কবরের মধ্যে একটা কাঠের উপর ঝুলিয়ে রাখ। তারপর পুনরায় কবর খুঁড়ে দেখ, যদি ইতিমধ্যে তার চেহারা কেবলামুখী না হয়ে থাকে তবে তাকে এমতাবস্থায়ই ফেলে রাখ। হযরত ফোদাইল বিন ইয়াদ থেকে বর্ণিত আছে; একদা তিনি তার এক ছাত্রের মৃত্যু সমাগত অবস্থায় তাকে কালেমার তালকীন (শিক্ষা) দেয়ার জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তিনি একাধিকবার চেষ্টা করে দেখলেন যে, ছাত্রের জিহ্বা থেকে কিছুই উচ্চারিত হচ্ছে না। অতপর তিনি বললেন, আমি তাকে আর এ তালকীন দেব না। আমি তার উপর অসন্তুষ্ট, তারপর উক্ত ছাত্র মারা গেল। ফোদাইল একদিন সেই পথে যাওয়ার সময় কাঁদলেন। দীর্ঘদিন পর তিনি স্বপ্নে দেখলেন, উক্ত ছাত্রটিকে দোযখের দিকে টেনে নেয়া হচ্ছে। তিনি তখন তাকে প্রশ্ন করলেন, হে নিঃস্ব দুর্ভাগা ! তোমার জ্ঞান তোমার থেকে কে ছিনিয়ে নিয়েছিল ? উত্তরে ছাত্র বলে, উস্তাদ আমার একবার অসুখ হয়েছিল। তখন আমি ডাক্তারের নিকট যাই। ডাক্তার আমাকে প্রত্যেক বছর এক পেয়ালা শরাব পান করতে নির্দেশ

দেয় এবং বলে, যদি তুমি তা পান না করো, তাহলে তোমার রোগ থেকে যাবে ও তুমি আরোগ্য লাভ করতে পারবে না। সে জন্য আমি প্রত্যেক বছর চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এক পেয়ালা মদ পান করতাম। যাই হোক, চিকিৎসার জন্য শরাব পান করার পরিণতি যদি এই হয়, তাহলে চিকিৎসার উদ্দেশ্য ছাড়া যারা মদ পান করে তাদের অবস্থা কি হবে ? আমরা প্রত্যেক বিপদ মুসীবত থেকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও পানাহ চাই।

জনৈক তাওবাকারীকে তার তাওবার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। উত্তরে তিনি বলেন, আমি কিছু কবর ক্ষুদে এগুলোতে শায়িত মৃত ব্যক্তিদেরকে কিবলা বিমুখ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি। তখন আমি তাদের পরিবার-পরিজনদেরকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তারা জানায়, ঐ সমস্ত মৃত ব্যক্তিরা দুনিয়ায় জীবিত অবস্থায় শরাব পান করতো এবং তাওবা করা ছাড়াই তাদের মৃত্যু হয়েছে। এক বুজুর্গ ব্যক্তি বলেন, আমার ছোট একটা সন্তান মারা গেছে। তাকে দাফন করার পর আমি স্বপ্নে দেখি তার চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। আমি বললাম, হে সন্তান ! তোমাকে যখন দাফন করি তখন তুমি ছোট ছিলে। এখন কি কারণে তোমার চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে ? সন্তান উত্তরে বলে, হে পিতা ! আমার পার্শ্বে দুনিয়ায় মদ পানকারী এক ব্যক্তিকে কবর দেয়া হয়েছে। তার আগমন উপলক্ষে জাহান্নামকে এমন সন্নিকটে করা হয়েছে যে, ঐ কারণে শিশুর চুল পেকে তা বার্ধক্যের রূপ নিয়েছে। আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে পানাহ চাই ও তার নিকট পরকালে আযাব সৃষ্টিকারী বিষয় থেকে ক্ষমা চাই।

প্রত্যেক গোলামের উচিত, মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহর নিকট তাওবা করা। যদি সে নিকৃষ্ট অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে পানাহ দিন।

(ঘ) মদের প্রকার ভেদ

কানাব নামক গাছের পাতা থেকে তৈরী 'হাশীশ' মদের মতই হারাম। মদ পানকারীর জন্য নির্ধারিত অনুরূপ শাস্তি, হাশীশ পানকারীর জন্যও প্রযোজ্য। হুঁশ-জ্ঞান ও চেতনা বিনষ্ট করে মানুষের মধ্যে অপবিত্রতা ও ভাল কাজে অনীহা ইত্যাদি সৃষ্টির ব্যাপারে এটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের মদের অন্তর্ভুক্ত। মদ ঝগড়া-বিবাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধানোর দিক থেকে কার্যকর ঘৃণ্যতম বস্তু। উপরোক্ত দুটোই মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখে।

নিকট অতীতের বড় আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, হাশীশ পানকারীকে মদের অনুরূপ শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি না দিয়ে অন্য ধরনের

www.pathagar.com

উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হোক। তাদের মতে হাশীশ পান করার ফলে চেতনা বিকৃত হয় সত্য, কিন্তু মদের মত ইহা উপভোগ করা হয় না এবং এতে তেমন আনন্দ নেই। অবশ্য এ ব্যাপারে অতীতের বড় বড় আলেমদের কোন মতামত পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটা এ রকম হওয়ার কথা নয়। কেননা মদের মতই হাশীশ পান করতে ভাল লাগে। এমনকি মদের চাইতেও সৎকাজের প্রতি অনীহা সৃষ্টি, নিকৃষ্টতা ও চেতনা বিলোপ করা সহ ইত্যাদি ব্যাপারে এটা বেশী ক্রিয়াশীল। তবে আলেমদের মধ্যে নেশাদার বস্তু পানীয় না হয়ে খাবার হলে এর অপবিত্রতা নিয়ে মতানৈক্য দেখা যায়। এখানে ৩টা মতামত পরিলক্ষিত হয়। ইমাম আহম্মদ ও অন্যান্যদের মতে, এটা নেশাদার পানীয়ের মতই নাপাক। এটাই সঠিক বলে মনে হয়। তবে কেউ কেউ বলেন, না, এটা পানীয় নয় বলেই পাক ও পবিত্র। তাদের মতে পানীয় ও খাবারজাত নেশাদার বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। যাই হোক, অর্থগত ও শাব্দিক দিক থেকে সর্বাবস্থায়ই এটা নেশাদার শরাবের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ ও রাসূল সা. হারাম করেছেন। আবু মূসা রা. বলেন, হে রাসূলুল্লাহ ! আমরা ইয়েমেনে যে দু-ধরনের শরাব তৈরী করি এর উপর আমাদেরকে ফতোয়া দিন। একটা হলো 'বিতয়' যা মধু থেকে তৈরী করা হয়। পরে এটা ঘনীভূত হয়ে যায়। অন্যটা হলো 'মুযর' যা যব ও আটা ভিজিয়ে তৈরী করা হয়। পরে এটাও শক্ত হয়ে যায়। আবু মূসা বলেন, আল্লাহ রাসূল সা.-কে অল্প কথায় বেশী অর্থ প্রকাশ করার যোগ্যতা দিয়েছিলেন। সেই ভিত্তিতে অল্প কথায় রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'সমস্ত নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম।"(মুসলিম শরীফ)। নবী করীম সা. বলেন, "যে বস্তুর বেশী অংশ নেশা সৃষ্টি করে এর কম অংশও হারাম।" নবী সা. এ সমস্ত কোন প্রকারভেদ না করেই নেশাদার বস্তু চাই খাদ্য হোক কিংবা পানীয় হোক, তাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি তো আর একথা বলে যাননি যে, আটা দিয়ে রুটি তৈরী হয় এবং ঐটা হলো শুধু হাশীশ। বরং উভয়টাই পানিতে ভিজানো হয় ও পান করা ও খাওয়া হয়। মদ যেমনি পান করা হয় এবং খাওয়া হয়, হাশীশও তেমনি পান করা ও খাওয়া হয়। পূর্বে মারিজুয়ানা ছিল না বলে অতীতে ওলামায়ে কেরামরা এ বিষয়ে কিছু বলে যাননি। কেননা, তাতারীদের মুসলিম বিশ্বে আগমন করার পর এর উদ্ভব ঘটে। হাশীশের বর্ণনা প্রসংগে নিম্নে একটা কাব্যাংশ উদ্বৃত করা হলো ঃ

"ইহা ভক্ষণকারী ও এর চাষকারী উভয়ই হালাল, তবে এটা দুর্ভাগ্যজনের জন্য দুটো বিপদ স্বরূপ।" খোদার শপথ, হাশীশ অপেক্ষা শয়তান অন্য কোন বিষয়ে এতবেশী খুশী নয়। কেননা, সে এটাকে মন্দ লোকদের সামনে

www.pathagar.com

সুন্দর করে তুলে ধরেছে। ফলে তারা এটাকে হালাল মনে করছে ও তা ব্যবহার করছে।

যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত হাশীশ খায় তাকে বল ঃ

"তুমি এটা খেয়ে অতি নিকৃষ্ট জীবনযাপন করছো। মানুষের মূল্য মুক্তা সমতুল্য। তবে কেন হে মূর্খ বন্ধু! জীবনকে হাশীশের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছো ?"(একটা কাব্যাংশ)

আবদুল মালেক বিন মারওয়ান থেকে বর্ণিত। একদা একজন যুবক খুব পেরেশান হয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার নিকট আসে এবং বলে হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি একটা বড় গুনাহ্ করেছি। এজন্য আমি তাওবা করলে কি চলে ? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সেই গুনাহটা কি ? উত্তরে যুবকটি বলে, আমার গুনাহটি বিরাট। পুনরায় তিনি প্রশ্ন করে জানতে চান, সেই গুনাহটি কি এবং বলেন, আল্লাহর নিকট তাওবা কর। তিনি তার বান্দাহর তাওবা কবুল করেন এবং তাদের গুনাহ্ মাফ করেন। যুবকটি বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি অনেকগুলো কবর খুঁড়ে দেখেছি যে, এতে অনেক বিস্ময়কর বিষয়সমূহ রয়েছে। তিনি জানতে চান সেগুলো কি ? যুবক বলে, হে আমীরুল মু'মিনীন ! আমি একদিন রাতে একটা কবর খুঁড়ে দেখি, উক্ত কবরের বাসিন্দার মুখ কিবলার দিক থেকে অন্যদিকে ফিরানো। আমি এতে ভীত হয়ে গেলাম ও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। হঠাৎ করে কবর থেকে কে যেন বলে উঠলো, কেন তুমি মুর্দা ব্যক্তিকে তার চেহারা কিবলা বিচ্যুত হওয়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ না ? তখন আমি প্রশ্ন করলাম, কেন চেহারা বিচ্যুত হলো ? তখন উত্তর আসল, এ ব্যক্তি নামাযকে কম গুরুত্ব দিত। এজন্য এটা তার পুরস্কার। আমি পুনরায় অন্য আরেকটি কবর খুঁড়ি। আমি দেখি যে, উক্ত বাসিন্দার চেহারা শুকরের চেহারায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং তার গলা শিকল ও বেড়ী পরিহিত অবস্থায় রয়েছে। এতে আমি ভয় পেয়ে যাই এবং বেরিয়ে আসার চিন্তা করি। হঠাৎ তখন কে যেন বলে উঠলো, তুমি তার আমল ও কি কারণে আযাব হচ্ছে এ সম্পর্কে কেন জিজ্ঞেস করছো না ? আমি প্রশ্ন করলাম, কি কারণে ? তখন উত্তর আসল, সে দুনিয়ায় মদ পান করতো এবং বিনা তাওবায় মৃত্যুবরণ করেছে।

হে আমীরুল মু'মিনীন ! তৃতীয় ঘটনা হলো, আমি আর একটা কবর খুঁড়ি এবং দেখি যে এর বাসিন্দাকে আগুনের তৈরী পেরেক দিয়ে মাটির সাথে বাধা হয়েছে এবং তার জিহ্বাকে তার পেছনে টেনে বের করে রাখা হয়েছে। তখন আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। তাড়াতাড়ি ফিরে আসার জন্য বের হওয়ার নিয়ত

www.pathagar.com

করি। হঠাৎ এক আওয়াজ শুনা গেল, তুমি তার আযাব সম্পর্কে কেন প্রশ্ন করছ না ? তখন আমি প্রশ্ন করলাম, কেন এমন হলো ? উত্তর আসল, সে পেশাব থেকে সতর্ক ছিল না এবং লোকদের মাঝে একজনের কথা অন্যজনের কাছে বলে বেড়াত। এজন্য এটা তার শাস্তি।

হে আমিরুল মু'মিনীন ! চতুর্থ ঘটনা হলো, আমি অন্য একটা কবর খুঁড়ি এবং দেখি যে এর অধিবাসী কঠিন আগুনে দগ্ধ হচ্ছে। আমি ভীত হয়ে পড়ি ও দ্রুত বেরিয়ে আসার চেষ্টা করি। তখন আওয়াজ হলো, তার সম্পর্কে ও তার অবস্থা সম্পর্কে কেন প্রশ্ন করে জানছ না ? তখন আমি প্রশ্ন করলাম, তার অবস্থা কি ? উত্তর দেয়া হলো, সে নামায পড়ত না। হে আমিরুল মু'মিনীন ! পঞ্চম ঘটনা হলো, আমি একটা কবর খুঁড়ি এবং দেখি যে, চোখের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত এটা সুদূর বিস্তৃত এবং তা ছিল আলোক উদ্ভাসিত। মৃত ব্যক্তিটি পালং এর উপর শোয়া ছিল এবং তার আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। গায়ের মধ্যে ছিল সুন্দর পোশাক। এটা দেখে আমি শংকাগ্রস্ত হলাম এবং বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। আমাকে এক আওয়াজে বলা হলো, তুমি তার অবস্থা সম্পর্কে কেন প্রশ্ন করছো না, কিসের কারণে সে এমন সম্মানিত হলো ? তখন আমি জিজ্ঞেস করি, কিসের কারণে এমন হলো ? উত্তর আসল, সে একজন আল্লাহর অনুগত যুবক ছিল। সে আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। তখন আবদুল মালেক বলেন, এতে গুনাহগারদের জন্য শিক্ষা ও নেক লোকদের জন্য রয়েছে খোশ খবর। এসব ত্রুটি-বিচ্যুতিতে আচ্ছন্ন লোকদের তাওবা করা ও আল্লাহর আনুগত্য করা জরুরী। আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদেরকে তার অনুগতদের মধ্যে গণ্য করুন ও ফাসেক-গুনাহগারদের কাছ থেকে দূরে রাখুন। তিনি পুরস্কারদাতা ও সম্মানিত।

৪. ইসলামে এইড্স ভাইরাস বহনকারীর শাস্তি

ইসলামে এইড্স-এর উৎসসমূহের বিরুদ্ধে যেমন শাস্তি রয়েছে। তেমনি এইড্স ভাইরাস বহনকারীর বিরুদ্ধেও শাস্তি রয়েছে। এইড্স এর প্রধান উৎস হচ্ছে জ্বেনা। জ্বেনার শাস্তি হচ্ছে, জ্বেনাকারীরা অবিবাহিত হলে তাদেরকে ১শ বেত্রাঘাত এবং বিবাহিত হলে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। অনুরূপভাবে এইড্স-এর ২য় প্রধান উৎস-সমকামিতার শাস্তি হচ্ছে, উভয় সমকামিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া। ৩য় প্রধান উৎস-মাদকতার শাস্তি হচ্ছে, সৌদী আরবের উচ্চ ওলামা কমিটির মতে, মাদক দ্রব্যের চোরাচালান ও ব্যবসা-বাণিজ্যকারীদের মৃত্যুদণ্ড এবং মাদক দ্রব্য সেবীদের বিরুদ্ধে অন্যান্য শাস্তি কার্যকর করা।

www.pathagar.com

সম্প্রতি আবুধাবীতে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার অঙ্গসংগঠন ইসলামী ফেকাহ একাডেমীর অধিবেশনে[১] সত্যিকারে এইড্স ভাইরাস বিস্তারকারীর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া দেয়া হয়েছে। ফতোয়ায় বলা হয়েছে, এইড্স ভাইরাস বহনকারীকে হজ্জের অনুমতি দেয়া উচিত নয়। ফকীহগণ আরও মত প্রকাশ করেছেন যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কেউ এইড্স রোগে আক্রান্ত হলে, একজন অন্যজন থেকে তালাক চাইতে পারবে। ফতোয়ায় বলা হয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে এইড্স ভাইরাস বিস্তার করা বিরাট অপরাধ। কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এইড্স রোগ বিস্তার করতে চায় তাহলে তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হবে। কেউ কারুর শরীরে এইড্স ভাইরাস সংক্রমণ করলে এবং সংক্রমিত ব্যক্তি বেঁচে থাকলে, সংক্রমণকারীকে জেল দিতে হবে। আর সংক্রমিত ব্যক্তি মারা গেলে সংক্রমণকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। এইড্স ভাইরাস বহনকারী কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার করলে যদি এইড্স সংক্রমণের আশংকা না থাকে তাহলে তাদের সামাজিক ও দাম্পত্য জীবন স্বাভাবিকভাবে পালনের অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

৫. উপসংহার

একমাত্র ইসলামী জীবনবিধানেই এইড্স থেকে বাঁচার পদ্ধতি নির্দেশ করা হয়েছে। অন্য কোন ধর্ম-দর্শন ও জীবনব্যবস্থায় তা নির্দেশ করা হয়নি। বরং অন্যগুলোর মূল উপাদানেই এইড্স এর বীজ প্রোথিত আছে। ইসলাম এইড্স রোগের বিস্তার অংকুরেই প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইসলাম সে জন্য অবৈধ যৌন আচরণ রোধ করে বৈধ যৌন আচরণ পদ্ধতি চালু করেছে। পর্দা ও বিয়ে এ দুটো পদ্ধতি চালুর উদ্দেশ্য তাই। পক্ষান্তরে ইসলাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, একই সাথে কাজ-কর্ম করা, সহশিক্ষা, যৌন আবেদনমূলক বই, ফিল্ম, সিনেমা, ক্যাসেট, ম্যাগাজিন ও বিজ্ঞাপনকে হারাম করেছে।

ইসলাম এভাবেই যৌন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং জ্বেনা ও সমকামিতা বন্ধ করে। যার ফলে সমাজের মানুষ এইড্স, সিফিলিস ও গণোরিয়ার মত মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

জ্বেনা, সমকামিতা ও মাদকতার কুফলের বিরুদ্ধে জনগণকে ব্যাপক হারে সচেতন করতে হবে এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এগুলোর বিরুদ্ধে ইসলামের কঠোর শাস্তির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে আইন-আদালতের মাধ্যমে এ সকল অপরাধের বিরুদ্ধে ইসলামের নির্দেশিত শাস্তি কার্যকর করে সমাজকে এ সকল গযব থেকে মুক্তি দিতে হবে।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

---

১. দৈনিক সৌদী গেজেট, ৮ এপ্রিল, ১৯৯৫ জেদ্দা, সৌদী আরব।

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

* কুরআন শরীফ
* তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* তাফহীমুল কুরআন বিষয় নির্দেশিকা
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* তাফহীমুল কুরআন জেলদ (১-৬ খণ্ড)
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* তরজমায়ে কুরআন মজীদ (এক খণ্ডে)
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* আল কুরআনের সহজ অনুবাদ
  - অধ্যাপক গোলাম আযম
* তাফসীরে সাঈদী
  - মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
* তাদাব্বুরে কুরআন (১-২ খণ্ড)
  - মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
* শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪ খণ্ড)
  - মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
* শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ (১-১০ খণ্ড)
  - মতিউর রহমান খান
* আল কুরআনের সারসংক্ষেপ
  - মাওঃ মোঃ তৈয়ব আলী
* রাহে আমল (১-২ খণ্ড)
  - আল্লামা জলিল আহসান নদভী
* এন্তেখাবে হাদীস (১ ও ২)
  - আবদুল গাফফার নদভী
* মিশকাতুল মাসাবীহ (১-৫ খণ্ড)
  - আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
* ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* ইসলাম পরিচিতি
  - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.

www.pathagar.com